622
T
৪৪

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠসূচী অনুযায়ী
ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত।
১৮।১।৫৪ তারিখের নোটিফিকেশন নং Syl/2/54 দ্রষ্টব্য।

---

622 3925

ছোটদের
বাংলা ব্যাকরণ

[ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

1/44

হাবড়া (২৪ পরগণা) হাইস্কুলের সহ-শিক্ষক
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য
ও
মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক
শ্রীচিত্তরঞ্জন কর

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

প্রণীত

ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রকাশক :
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৯৫৪

মুদ্রাকর :
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

422
3927

প্রস্তাবনা

বাংলার ঘরে বাইরে আজকাল দেখিতেছি শিক্ষালাভের একটা পারিপার্শ্বিকতা গড়িয়া উঠিতেছে। সরকারও যথাসাধ্য চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। ফলে সকল স্তরেরই ছেলেমেয়েদের আমরা দেখিতেছি বিদ্যালয়ভবনে সমবেত হইতে। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের বিরাট সমাবেশ তাহাদিগকে প্রথম প্রথম আনন্দ দিবার প্রলোভন দিলেও কিছুকাল পরেই ঐ পুস্তকরাশি যখন নিজ নিজ দাবী লইয়া শিক্ষার্থীদের সম্মুখীন হয় তখন তাহারা কতকটা দিশেহারা হইয়া পড়ে। অবস্থা কতকটা সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর মতই হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া করুণাই জাগে। দীর্ঘকাল এই পথে আছি। আমাদের ধারণা হইয়াছে, ছাত্রদের মন হইতে পড়ার ভীতি দূর করাই তাহাদের পড়ানোর সহজ উপায়।

তাই আমাদের এই সামান্য প্রয়াস। কতদূর কৃতকার্য হইব, জানি না। তবে সেবাই ধর্ম, তাহাই প্রবৃত্তি দিয়াছে।

আমরা শিক্ষাব্রতী হিসাবে এই আশা করি যে এই পুস্তকখানি সুকুমারমতি বালকবালিকাদের হাতে পৌছাইয়া দিবার আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আমাদের শ্রদ্ধেয় সহকর্মিগণের আনুকূল্য ও সহযোগিতা পাইব।

বিশেষ ব্যস্ততার সহিত বইখানা প্রকাশিত হওয়ায় ভুল ত্রুটী থাকা সম্ভব। সহকর্মিবৃন্দ এবং সহৃদয় বন্ধুগণ উহা আমাদের দৃষ্টি গোচরে আনিলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

গ্রন্থকারদ্বয়।

সূচীপত্র

3927

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

তৃতীয় অধ্যায়

বর্ণ প্রকরণ

ছোটদের
বাংলা ব্যাকরণ

প্রথম অধ্যায়

বাক্য প্রকরণ

সরল বাক্য

১। আমরা কতকগুলি শব্দের সাহায্যে মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করি। যথা,—প্রাতঃকালে সূর্য উঠে—এখানে 'প্রাতঃকালে', 'সূর্য' ও 'উঠে'—এই তিনটি শব্দের দ্বারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে।

২। যে সকল শব্দের দ্বারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা হয়, তাহাদের সমষ্টিকে **বাক্য** বলে। যথা,—বৃষ্টি পড়িতেছে। শীতল বাতাস বহিতেছে। জলে মাছ থাকে। গাছ হইতে পাতা পড়িতেছে।

৩। কেবল কতকগুলি শব্দের সমষ্টি হইলেই বাক্য হয় না, উহার দ্বারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। যথা,—'গ্রীষ্মকালে আম'—বলিলে মনের ভাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না, আরও কিছু শুনিবার ইচ্ছা থাকিয়া যায়। সুতরাং ইহা বাক্য নহে। কিন্তু যদি বলা

যায়—'গ্রীষ্মকালে আম পাকে', তাহা হইলে মনের সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহা একটি বাক্য।

৪। যে কয়টি শব্দের দ্বারা একটি বাক্য গঠিত হয়, উহাদের প্রত্যেকটিকে যথাস্থানে না বসাইলে অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় না। সুতরাং উহা বাক্য হয় না। যথা,—বৃষ্টি হইলে শস্য জন্মিবে—এরূপ বলিলে অর্থটি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। সুতরাং ইহা একটি বাক্য। কিন্তু যদি বলা যায়—শস্য হইলে বৃষ্টি জন্মিবে'—তাহা হইলে উহার অর্থবোধ হয় না; সুতরাং ইহা বাক্য নহে।

৫। প্রত্যেক বাক্যের দুইটি অংশ—**উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়**। যাহার বিষয়ে কিছু বলা যায়, তাহাকে **উদ্দেশ্য** বলে এবং উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহাকে **বিধেয়** বলে। যথা, —পাখী উড়িতেছে—এই বাক্যে পাখীর বিষয়ে কিছু বলা হইতেছে; সুতরাং 'পাখী' উদ্দেশ্য। এখানে 'পাখী' এই উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে 'উড়িতেছে' কথাটি বলা হইতেছে; সুতরাং 'উড়িতেছে' এই বাক্যের বিধেয়।

৬। বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় অংশই এক বা একের অধিক শব্দের দ্বারা গঠিত হইতে পারে। যথা,— আমার ছোট ভাই পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে—এই বাক্যে "আমার ছোট ভাই"—এই অংশটি উদ্দেশ্য এবং "পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে" —এই অংশটি বিধেয়।

৭। বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে একটি কর্তা এবং বিধেয় অংশে একটি ক্রিয়াপদ থাকিবেই। কর্তা ও ক্রিয়াপদ ছাড়া

কোন বাক্য হয় না। যথা,—একটি চিল আকাশে উড়িতেছে —এই বাক্যে 'চিল' কর্তা এবং 'উড়িতেছে' ক্রিয়াপদ।

৮। কোন কোন বাক্যে 'হওয়া' বুঝায় এরূপ **ক্রিয়াপদ** উহ্য থাকিতে পারে। যথা,—দিল্লী ভারতের রাজধানী (হয়) —এখানে 'হয়' ক্রিয়াপদটি উহ্য আছে। এইরূপ—

১। ছেলেটি বড় গরীব (হয়)।

২। তুমি বড় অলস (হও)।

৩। আমি সত্যবাদী (হই)।

৪। তিনি একজন শিক্ষক (হন)।

৫। অহিংসা পরম ধর্ম (হয়)।

৯। বাক্যে একের অধিক উদ্দেশ্য ও একের অধিক **বিধেয়** থাকিতে পারে। এই জাতীয় বাক্যের কথা তোমরা পরে পড়িবে। যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে, তাহাকে **সরল বাক্য** বলে। নীচের বাক্যগুলি সরল বাক্য :—

শিশু চন্দ্র দেখিতেছে। নির্দয় লোক পশুর সমান। গাছ হইতে পাতা পড়িতেছে। ফুল হইতে ফল হয়। ভারত আমাদের জন্মভূমি। তুমি কি সিংহ দেখিয়াছ? গরু আমাদিগকে দুধ দেয়। অন্ধ লোকেরা দেখিতে পায় না। আমাদের বাড়ির সম্মুখে একটি বাগান আছে। একটি ছোট ছেলে বই লইয়া পাঠশালায় যাইতেছে।

বাক্যে পদবিন্যাস

বাক্যে ব্যবহৃত হইলে শব্দকে **পদ** বলে। কতকগুলি পদ লইয়া একটি বাক্য গঠিত হয়। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিকে যেখানে খুশী সেখানে বসাইলে বাক্যের অর্থ স্পষ্ট হয় না। এজন্য বাক্য মধ্যে যেখানে যে পদটি বসাইলে অর্থটি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হয় এবং বাক্যটি শুনিতে ভাল লাগে, ঠিক সেইখানেই সেই পদটিকে বসাইতে হয়। নিম্নে বাক্যের পদবিন্যাসের নিয়ম-গুলি লিখিত হইল :—

১। কর্তা ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যথা,—শীতল **বাতাস** বহিতেছে। **তিনি** বাতাসে বেড়াইতেছেন। প্রাচীনকালে দশরথ নামে এক **রাজা** ছিলেন।

২। কর্ম ক্রিয়াপদের পূর্বে ও কর্তার পরে বসিয়া থাকে। যথা,—আমরা **ভাত** খাই। শিশু **চন্দ্র** দেখিতেছে। ছেলেটি **ইতিহাস** পড়িতেছে।

৩। ক্রিয়াপদের দুইটি কর্ম থাকিলে ব্যক্তিবাচক কর্মটি বস্তুবাচক কর্মের পূর্বে বসে। যথা,—আমি **অরুণকে** (ব্যক্তি-বাচক) এ **কথা** (বস্তুবাচক) বলিয়াছি। শিক্ষক মহাশয় **ছাত্রকে** (ব্যক্তিবাচক) একটি **প্রশ্ন** (বস্তুবাচক) জিজ্ঞাসা করিলেন।

৪। যে বস্তুর দ্বারা কোন কার্য করা হয়, তাহা কর্মের পূর্বে বসে। যথা,—লোকটি **কুড়াল দিয়া** গাছ কাটিতেছে। আমরা **কলম দিয়া** লিখি। সে **কানে** শোনে না।

৫। যাহাকে কিছু দান করা হয়, তাহার নামটি কর্মের পূর্বে বসে। যথা,—রাজা **দরিদ্রদিগকে** ধন দিতেছেন। **ভিখারীকে** ভিক্ষা দাও।

৬। যে স্থানে বা যে সময়ে কোন কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসে। যথা,—**বনে** বাঘ থাকে। **নদীতে** মাছ আছে। **বর্ষাকালে** বৃষ্টি হয়। প্রাতঃকালে সূর্য উঠে।

৭। যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা হয়, তাহার নাম হয় বাক্যের প্রথমে, নয় বাক্যের শেষে বসে। যথা,—**যদু** এখানে আসে। এই ফুল দিয়া কি হইবে, **ভাই** ?

৮। বিশেষণ পদ সাধারণত বিশেষ্যের পূর্বে বসে। যথা,—**শীতল** জল আন। বড় গাছেই ঝড় লাগে। **চলন্ত** গাড়ি হইতে নামিও না। কিন্তু বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসিয়া থাকে। যথা,—পৃথিবী **গোল**। আকাশ **নীল**। সমুদ্রের জল **লোনা**।

৯। সর্বনামের বিশেষণ উহার পরে বসে। যথা,—তুমি **অলস**। তিনি **ধনী**। আমরা **দুর্বল** নই।

১০। যে পদে কাজটি কিরূপে সম্পন্ন হইতেছে তাহা বুঝায়, উহা ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যথা,—ছেলেটি **জোরে** পড়িতেছে। গাড়িটি **দ্রুতবেগে** চলিতেছে।

১১। যে ক্রিয়াপদে কার্যের সমাপ্তি বুঝায় না, উহা কর্তার পরে বসিয়া থাকে। যথা,—সে ভোরে **উঠিয়া** বেড়াইতে বাহির হয়। লোকটি **আসিয়া** বলিল।

১২। যে ক্রিয়াপদে কার্যের সমাপ্তি বুঝায়, উহা বাক্যের শেষে বসে। যথা,—ছেলেটি ভাত খাইয়া স্কুলে **যাইতেছে**। তাহার কথা শুনিয়া আমি অবাক **হইলাম**।

অনুশীলনী

১। সরল বাক্য কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। নীচের শব্দসমষ্টিগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি বাক্য এবং কোন্‌গুলি বাক্য নয় বল :—

(১) অশ্ব উপকারী জন্তু। (২) বিদ্যা অমূল্য ধন। (৩) গাছের পাতার রং। (৪) গাঁদা ফুলের গন্ধ। (৫) বার মাসে এক বৎসর। (৬) সোনা, রূপা ও লোহা। (৭) আমরা ভারতে বাস করি। (৮) জেলেরা নদীতে মাছ ধরিতেছে। (৯) জ্যৈষ্ঠ মাসে আম। (১০) লোকটি কানে দেখে না। (১১) সুনীল গতকল্য অনুপস্থিত ছিল। (১২) আমার কাপড়খানা বালুতে ভিজিয়া গিয়াছে। (১৩) ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলিতেছে। (১৪) সুন্দরবনে সুন্দরী নামক এক প্রকার গাছ জন্মে। (১৫) রোজ সকালে ব্যায়াম করে।

৩। নীচের পদগুলি সাজাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

(১) বস্তু, উজ্জ্বল, একটি, সূর্য।
(২) পর্বত, মধ্যে, পৃথিবীর, উচ্চতম, হিমালয়।
(৩) সুন্দর, অতি, দেখিতে, ফুল, গোলাপ।
(৪) মূল, স্বাস্থ্য, সুখের, সকল।
(৫) সর্বত্র, বিদ্বান, সমাদর, লোকের।
(৬) মনোহর, কাশ্মীরের, অতিশয়, দৃশ্য, প্রাকৃতিক।
(৭) রাবণকে, মারিয়া, লঙ্কার, সীতাকে, করেন, রাজা, উদ্ধার, রামচন্দ্র, বধ।
(৮) কিরণ, হয়, সূর্যের, অত্যন্ত, গ্রীষ্মকালে, প্রখর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদ প্রকরণ

পদ পরিচয়

১। বাংলা ভাষায় বহু শব্দ আছে; যথা—মানুষ, গরু, ঘোড়া, নদী, গাছ, ফল, জল ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হইলে উহাদিগকে **পদ** বলে। পদের সমষ্টিই বাক্য। সুতরাং বাক্যের এক একটি অংশই পদ। যথা,—আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে—এই বাক্যে 'আকাশে' 'চাঁদ' 'উঠিয়াছে'—এই তিনটি পদ আছে।

২। শব্দ আর পদ এক কথা নয়। শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন উহার আকারের কিছু পরিবর্তন ঘটে। মানুষ একটি শব্দ। বাক্যে ব্যবহৃত হইলে ইহা কোথাও 'মানুষেরা', কোথাও 'মানুষকে', কোথাও 'মানুষের', কোথাও 'মানুষে' প্রভৃতি আকার প্রাপ্ত হয়। যথা,—**মানুষ** হাটিতে পারে। **মানুষেরা** পাখীর মত উড়িতে পারে না। ঈশ্বর **মানুষকে** বুদ্ধি দিয়াছেন। **মানুষের** বুদ্ধি আছে। **মানুষে মানুষে** অনেক প্রভেদ।

এখানে মানুষ, মানুষেরা, মানুষকে, মানুষে মানুষে—এই কয়টি পদ।

৩। পদ পাঁচ প্রকার; যথা,—**বিশেষ্য, সর্বনাম্, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া।**

বিশেষ্য

৪। যে পদে ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, গুণ বা কার্যের নাম বুঝায় তাহাকে **বিশেষ্য** বলে। যথা,—অশোক, আকবর, রবীন্দ্র, সুভাষ—ইহারা ব্যক্তির নাম।
জল, মাটি, বই, কাপড়, ছাতা—ইহারা বস্তুর নাম।
মানুষ, গরু, ঘোড়া, পাখী—ইহারা জাতির নাম।
দয়া, বিনয়, সাধুতা, সত্যবাদিতা—ইহারা গুণের নাম।
খাওয়া, শোনা, গমন, ভ্রমণ—ইহারা কার্যের নাম।

৫। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পদে কোন কিছুর নাম বুঝায় তাহাই **বিশেষ্য**। নীচের বড় অক্ষরে ছাপা পদগুলি বিশেষ্য :—

গরু চতুষ্পদ **জন্তু**। **সোনা** মূল্যবান ধাতু। **আগ্রা** **যমুনার তীরে** অবস্থিত। কাঁচা **আম** টক। **ব্যাঘ্র** হিংস্র **জন্তু**। **সাধুতা** সর্বোৎকৃষ্ট **নীতি**। **প্রাতঃকালে** **ভ্রমণ** হিতকর। **লতিকা** নীল **শাড়ী** পরিয়াছে। **দুগ্ধ** একটি আদর্শ **খাদ্য**। তাহার **খাওয়া** হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলি হইতে বিশেষ্য পদগুলি বাহির কর :—

১। ছেলেটি বড় অলস। ২। তাহার দয়া নাই। ৩। আশুতোষ মৌমাছির মত কর্মঠ ছিলেন। (৪) মানুষের দুইটি হাত ও দুইটি পা আছে। (৫) মেয়েটি ভাত রাঁধিতেছে। (৬) গাছ হইতে পাতা পড়িতেছে। (৭) লোকটি অহংকারে পরিপূর্ণ। (৮) সন্তরণ একটি

ভাল ব্যায়াম। (৯) কমলালেবু শীতকালের ফল। (১০) সিংহকে পশুরাজ বলে।

২। শূন্যস্থানে বিশেষ্য পদ বসাও :—

(১) বিড়াল — খায়। (২) আমরা — যাইতেছি। (৩) — সব — দোষের মূল। (৪) আমাদের একটি — আছে। (৫) — কাক ডাকে। (৬) দোয়াতে — নাই। (৭) — একটি মহৎ গুণ। (৮) তিনি রোজ নদীর ধারে — করেন। (৯) — আমাদের প্রধান খাদ্য। (১০) ঝড়ে অনেক — পড়িয়া গিয়াছে।

সর্বনাম

৬। যে পদ সকল প্রকার নাম অর্থাৎ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে, তাহাকে **সর্বনাম** বলে। 'সর্ব' শব্দের অর্থ 'সকল' এবং 'নাম' শব্দের অর্থ 'বিশেষ্য পদ'। সুতরাং যে পদ সকল বিশেষ্যকে বুঝায় তাহাই সর্বনাম। যথা—অমল আমার ছোট ভাই ; সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। এখানে 'সে' পদটি 'অমল' এই বিশেষ্য পদটির পরিবর্তে বসিয়াছে।

৭। একই বিশেষ্য পদ বার বার বলিতে ভাল শোনায় না এইজন্যই সর্বনামের প্রয়োজন। যথা,—

বিকাশ বড় ভাল ছেলে।
বিকাশ মন দিয়া পড়ে।
বিকাশের বুদ্ধি আছে।

এখানে 'বিকাশ' শব্দটি বার বার বলায় শুনিতে ভাল লাগে

না। সুতরাং আমরা বার বার 'বিকাশ' শব্দটি উল্লেখ না করিয়া এইরূপ বলিতে পারি—

বিকাশ বড় ভাল ছেলে।

সে মন দিয়া পড়ে।

তাহার বুদ্ধি আছে।

এখানে **সে** ও **তাহার** এই শব্দ দুইটি **বিকাশ** এই বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসিয়াছে। সুতরাং ইহারা সর্বনাম।

৮। আমি, তুমি, সে, তিনি, আপনি, ইনি, যে, যিনি, কে, কি, যাহা, তাহা, ইহা প্রভৃতি সর্বনাম। নীচের বাক্যগুলিতে বড় অক্ষরে ছাপা শব্দগুলি সর্বনাম।

আমি ব্যাকরণ পড়িতেছি।

তুমি কোথায় যাইতেছ?

পরেশের মায়ের অসুখ। **সে** আজ স্কুলে আসে নাই।

ইনি আমাদের শিক্ষক।

ছেলেরা স্কুল হইতে ফিরিয়াছে; এখন **তাহারা** খেলিতে যাইবে।

এই ছেলেটি **কে**?

তোমরা **কি** চাও?

বসু মহাশয় আমাদের শিক্ষক; **তিনি** আমাদিগকে ভূগোল পড়ান।

আপনি কোথায় থাকেন?

আমরা ইহা জানি।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলি হইতে সর্বনাম পদগুলি বাহির কর :—

(১) আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। (২) আমাদের একটি কুকুর আছে; উহার নাম বাঘা। (৩) আপনি কি চান? (৪) তিনি আমাদের শিক্ষক। (৫) তুমি বড় দুষ্ট। (৬) সে কি তোমার ভাই? (৭) গরু আমাদিগকে দুধ দেয়। (৮) আমরা তাহা জানি। (৯) এই ছেলেটি কে? (১০) আমরা তাহাকে চিনি না।

২। শূন্য স্থানে সর্বনাম বসাও :—

(১) পরেশ বড় ভাল ছেলে; — কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করে না। (২) — আসিতেছে? (৩) তুমি — চাও? (৪) ইন্দু — মাকে খুব ভালবাসে। (৫) তাহার মাও — খুব স্নেহ করেন। (৬) আমি — দয়ার কথা কখনও ভুলিব না। (৭) — ভাল নয়। (৮) যদু ও মধু আজ স্কুলে আসে নাই; — মেলা দেখিতে গিয়াছে।

বিশেষণ

৯। যে পদ বিশেষ্য বা সর্বনামের গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি প্রকাশ করে, তাহাকে **বিশেষণ** বলে। বিশেষ্য বা সর্বনামটি কিরূপ বিশেষণ তাহা বুঝাইয়া দেয়। যথা,—এটি একটি লাল ফুল —এই বাক্যে "লাল" পদটি ফুলটি কিরূপ তাহা বুঝাইতেছে। সুতরাং "লাল" পদটি বিশেষণ। নীচের বাক্যগুলিতে বড় অক্ষরে ছাপা শব্দগুলি বিশেষণ পদ :—

পাকা আম খাইতে মিষ্ট। **নির্দয়** ব্যক্তি পশুর সমান। ছেলেটি খুব **বুদ্ধিমান**। ভারত **একটি প্রকাণ্ড** দেশ। **সাত**

দিনে **এক** সপ্তাহ হয়। আজ আকাশ **নির্মল**। সে খুব **চালাক**। প্রত্যহ **শীতল** জলে স্নান করিবে। তাহার হাতের লেখা **সুন্দর**। **সকল** ফুলের গন্ধ নাই।

অনুশীলনী

১। নীচের বিশেষণগুলির পূর্বে একটি করিয়া বিশেষ্য পদ বসাও :—

বড়, কাল, ভাল, মন্দ, গভীর, অনেক, উজ্জল, নূতন, মোটা, বিদ্বান, জ্ঞানী, ধনবান্, লম্বা, ময়লা।

২। নীচের বিশেষ্যগুলির পূর্বে বিশেষণ বসাও :—

জল, গাছ, কাপড়, ছাতা, আম, লোক, জন্তু, নারী, শহর, আকাশ, মাটি।

৩। শূন্য স্থানে বিশেষণ বসাও :—

(১) গাছের পাতা —। (২) মায়া একটি — শাড়ী পরিয়াছে। (৩) ছেলেটি খুব —। (৪) তুমি — কাপড় পরিয়াছ কেন? (৫) ধন অপেক্ষা বিদ্যা —। (৬) স্বর্ণ — ধাতু। (৭) জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও —। (৮) — গাড়ি হইতে নামিও না। (৯) — ভাত খাইতে নাই। (১০) — লোকের সংসর্গ ত্যাগ করিবে।

অব্যয়

১০। যে পদের ব্যয় নাই অর্থাৎ কোন অবস্থায়ই যে পদের আকারের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাকে **অব্যয়** বলে। যথা,—দেশের **জন্য** প্রাণ দিবে। ছেলেটা খায় **আর** ঘুমায়। লোকটি গরীব **কিন্তু** খুব সৎ।

২। *বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের আকারের* নানারূপ পরিবর্তন ঘটে। 'বালক' শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হইলে 'বালকেরা', 'বালককে', 'বালকদিগকে', 'বালকের', 'বালকদের' ইত্যাদি নানাবিধ আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কোন অবস্থায়ই অব্যয় পদের আকারের পরিবর্তন হয় না। যথা,—

অনিল **ও** সুনীল দুই ভাই।
বিড়াল মাছ **ও** দুধ খায়।
আমি পড়ি **ও** লিখি।
আমি**ও** মেলায় যাইব।

এই চারিটি বাক্যে '**ও**' পদটির আকারের কোন পরিবর্তন নাই। সুতরাং '**ও**' একটি অব্যয়। নীচের বড় অক্ষরে ছাপা শব্দগুলি অব্যয় :—

যদু **আর** মধু আসিতেছে।
আমি সকাল সকাল শুই **এবং** সকাল সকাল উঠি।
লোকটি ধনী **কিন্তু** বড় কৃপণ।
সুহাস **কিংবা** বিলাস এ কাজ করিয়াছে।
এই প্রশ্নটির **অথবা** ঐ প্রশ্নটির উত্তর দাও।
অমল **বা** বিমল আমার সঙ্গে যাইবে।
যদি বৃষ্টি হয়, **তবে** আমি বাহির হইব না।
'দুঃখ **বিনা** সুখলাভ হয় কি মহীতে ?
আমরা বায়ু **ছাড়া** বাঁচিতে পারি না।
আমরা দেশের **নিমিত্ত** প্রাণ দিতে প্রস্তুত।
রাস্তায় গোপালের **সহিত** দেখা হইল।

আমি তোমার **সঙ্গে** রাণাঘাট যাইব।
গাঁদা ফুল গোলাপ ফুলের **মত** সুন্দর নহে।
আমি তাহাকে ডাকিলাম, **তথাপি** সে আসিল না।
দেশের **প্রতি** সকলেরই কর্তব্য আছে।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলি হইতে অব্যয় পদগুলি বাহির কর :—

(১) ধর্মের নিমিত্ত প্রাণ দিবে। (২) ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয়। (৩) আমি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান নই। (৪) তাহার সহিত আমার সদ্ভাব নাই। (৫) আমরা জল বিনা বাঁচিতে পারি না। (৬) তবে আমি আসি। (৭) বরং ভিক্ষা করিব, তথাপি চুরি করিব না। (৮) তিনি বিদ্বান অথচ বিনয়ী। (৯) যতীন কিংবা তাহার ভাই আসিবে। (১০) মন দিয়া পড়, নতুবা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। (১১) হে দয়াময় আমার প্রতি প্রসন্ন হও। (১২) হায়! আমার কি হইবে? (১৩) যথা ইচ্ছা তথা যাও।

২। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলি দিয়া বাক্য রচনা কর :—

যদি, অথবা, কিন্তু, নতুবা, প্রতি, জন্য, তথাপি, ন্যায়, আর, এবং, সহসা।

৩। শূন্যস্থানে অব্যয় পদ বসাও :—

(১) আমার — তাকাও। (২) কৃপণকে, —। (৩) আমার চাকর — চলে না। (৪) সে টাকার — সব কিছু করিতে পারে। (৫) আমার জ্বর হইয়াছিল, — গতকল্য স্কুলে আসিতে পারি নাই। (৬) — বৃষ্টি হয়, — শস্য জন্মিবে। (৭) আম — লিচু গ্রীষ্মকালের ফল। (৮) তুমি — আজ কলিকাতা যাইবে?

ক্রিয়া

১২। যে পদে কোনও কাজ করা বুঝায়, তাহাকে **ক্রিয়া** বলে। যথা,—সুশীল **পড়িতেছে**—এই বাক্যে 'পড়িতেছে' পদটি সুশীল কি কাজ করিতেছে তাহা বুঝাইতেছে। সুতরাং **পড়িতেছে** একটি ক্রিয়াপদ। এইরূপ—সূর্য উঠিতেছে। গরু ঘাস **খায়**। সে কাল **আসিয়াছিল**। আমি আজ বাড়ি **যাইব**—এই বাক্যগুলিতে 'উঠিতেছে', 'খায়', 'আসিয়াছিল' ও 'যাইব' ক্রিয়াপদ।

১৩। প্রত্যেক বাক্যে একটি ক্রিয়াপদ থাকিবেই। ক্রিয়াপদ ছাড়া কোন বাক্য হয় না। নীচের বাক্যগুলিতে বড় অক্ষরে ছাপা শব্দগুলি ক্রিয়াপদ।

খোকা **হাসিতেছে**। সিংহ বনে **থাকে**। আমরা ভাত **খাই**। তিনি বাগানে **বেড়াইতেছেন**। আমি কাল হাওড়া **গিয়াছিলাম**। সুরেন আজ **আসিবে**। শীঘ্র **যাও**। আমাদের একটি কুকুর **আছে**। পূর্বে এখানে একটি বটগাছ **ছিল**। বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত দয়ালু **ছিলেন**।

অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলি হইতে ক্রিয়াপদগুলি বাহির কর :—

(১) সূর্য অস্ত যাইতেছে। (২) এখনই অন্ধকার হইবে। (৩) আমি অঙ্ক কষিতেছি। (৪) এখানে বস। (৫) তুমি কি সভায় গিয়াছিলে? (৬) আমরা কান দিয়া শুনি। (৭) গরু মাছ খায় না। (৮) শিশু চন্দ্র দেখিতেছে। (৯) পূর্বকালে অশোক নামে

এক রাজা ছিলেন। (১০) মানুষের বুদ্ধি আছে। (১১) আমরা হাত দিয়া কাজ করি। (১২) গরুগুলি মাঠে চরিতেছে। (১৩) রবিবারে সমস্ত স্কুল বন্ধ থাকে। (১৪) তুমি কি কবিতাটি বাড়িতে পড়িয়াছিলে? (১৫) সর্বদা সত্য কথা বলিবে।

২। শূন্যস্থানে ক্রিয়াপদ বসাও:—

(১) ছেলেগুলি গোলমাল —। (২) গরু দুধ —। (৩) আমি তাহাকে —। (৪) আমরা আজ চিড়িয়াখানায় —। (৫) তিনি আমাদিগকে ইতিহাস —। (৬) দরিদ্রকে ধন —। (৭) ফুল হইতে ফল —। (৮) আমি রাস্তায় একটি ভিক্ষুক —। (৯) সে আমার কাছে একটি পয়সা —। (১০) নরেন রোজ ব্যায়াম —।

বচন

১। যাহা দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যা বুঝা যায়, তাহাকে **বচন** বলে। বচন দুইটি—**একবচন** ও **বহুবচন**।

২। বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের একটিমাত্র সংখ্যা বুঝাইলে **একবচন** হয়। যথা,—ফুল, মানুষ, সে ইত্যাদি।

৩। বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের একের অধিক সংখ্যা বুঝাইলে **বহুবচন** হয়। যথা,—ফুলগুলি, মানুষেরা, তাহারা ইত্যাদি।

৪। সাধারণত বিশেষ্য পদের একবচন বুঝাইতে শুধু শব্দটি ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ উহার সহিত অন্য কিছু যুক্ত হয় না। যথা,—আমি **বই** পড়িতেছি। সে **চিঠি** লিখিতেছে। এখানে **'বই'** ও **'চিঠি'** একবচন।

৫। কখন কখন বিশেষ্য পদের একবচন বুঝাইতে উহার পূর্বে একটি, একটা, একখানি, একখানা, একগাছি, একগাছা প্রভৃতি নির্দেশক পদ অথবা উহার পরে টা, টি, খানি, খানা, গাছি, গাছা প্রভৃতি নির্দেশক পদ ব্যবহৃত হয়। যথা,—একটি লোক, একটা কাক, একখানা বই, একখানি কাপড়, লোকটি, ছেলেটা, বইখানা, লাঠিগাছি ইত্যাদি।

৬। নিম্নলিখিত চারিটি উপায়ে বিশেষ্য পদের বহুবচন নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা,—

(ক) প্রাণিবাচক বিশেষ্যের পরে 'রা' ও 'এরা' এবং প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যের পরে 'গুলি' ও 'গুলা' যোগ করিয়া। যথা,—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
বালক	বালকেরা বালকগুলি বালকগুলা	ফুল	ফুলগুলি ফুলগুলা
মেয়ে	মেয়েরা মেয়েগুলি মেয়েগুলা	গাছ	গাছগুলি গাছগুলা

(খ) বিশেষ্যের পরে সব, সকল, গণ, সমূহ, বৃন্দ, বর্গ, কুল, মালা, রাজি প্রভৃতি বহুত্ববোধক শব্দ যোগ করিয়া। যথা,—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
বালক	বালকসকল, বালকগণ, বালকবৃন্দ	পক্ষী	পক্ষিগণ
		ধনী	ধনিগণ
		তরু	তরুরাজি
বন্ধু	বন্ধুগণ, বন্ধুসকল, বন্ধুবর্গ	পর্বত	পর্বতমালা
		গ্রন্থ	গ্রন্থমালা
ভ্রাতা	ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ	কৃষক	কৃষকগণ, কৃষককুল

দ্রষ্টব্য ঃ—গণ, বৃন্দ, ও কুল প্রাণিবাচক বিশেষ্যের সহিত এবং রাজি, মালা প্রভৃতি অপ্রাণিবাচক বিশেষ্যে সহিত যুক্ত হয়।

(গ) বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ বসাইয়া যথা,—বহু লোক ; অনেক ছাত্র ; সমস্ত বই ; সকল গ্রাম ; হাজার টাকা, ছয় মাস ; তিনটা পাখী ; কাজের লোক ; তিন গাছি দড়ি ইত্যাদি।

(ঘ) বিশেষ্য পদের অথবা উহার বিশেষণের তুইবার প্রয়োগ করিয়া। যথা,—

লোকটি **গ্রামে গ্রামে** (অর্থাৎ বহু গ্রামে) ঘুরিতেছে। আজকাল **ঘরে ঘরে** (অর্থাৎ অনেকগুলি ঘরে) জ্বর। বাগানে **সুন্দর সুন্দর** ফুল (অর্থাৎ অনেকগুলি সুন্দর ফুল) ফুটিয়াছে। ঝড়ে **বড় বড়** গাছ পড়িয়া গিয়াছে।

৭। বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে একই সময়ে একটির অধিক বহুবচনের চিহ্ন হয় না। যথা,—ছাত্রেরা, ছাত্রগণ বা অনেক

ছাত্র। 'অনেক ছাত্রেরা', 'অনেক ছাত্রগণ', বা 'অনেক ছাত্রগণেরা' হয় না।

৮। 'রা', 'এরা' প্রভৃতি বিভক্তি যোগ করিয়া ব্যক্তিবাচক সর্বনামের বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। সর্বনামটি ক্লীবলিঙ্গ হইলে উহার বহুবচনে 'সব' ও 'গুলা' যোগ করিতে হয়। যথা,—

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	এ, এই	ইহারা, এরা
তুমি	তোমরা	ইনি	ইঁহারা, এঁরা
সে	তাহারা	ও, ওই	উহারা, ওরা
তুই	তোরা	উনি	উঁহারা, ওঁরা
তিনি	তাঁহারা	যে	যাহারা
আপনি	আপনারা	যিনি	যাঁহারা
কে	কাহারা	ইহা	এ সব, এগুলি
কি	কি সব	যাহা	যে সব, যেগুলি

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

অনুশীলনী

১। নীচের একবচনান্ত শব্দগুলিকে বহুবচনান্ত কর :—

আম, ভাই, মা, নেতা, গুণী, কৃষক, গাছ, নদী, তিনি, রাজা, কে, ইনি ও শিশু।

২। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দুইবার প্রয়োগের সাহায্যে যে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করা যায় তাহা দেখাইয়া তিনটি বাক্য রচনা কর।

৩। নীচের বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(১) অনেক ছেলেরা খেলা দেখিতে গিয়াছিল। (২) গুণীগণ সর্বত্র সমাদর পান। (৩) সকল দেশগুলি শিল্পে সমান উন্নত নহে।

(৪) আজ দশজন ছাত্রেরা অনুপস্থিত। (৫) নদীগণের মধ্যে মিসিসিপি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ। (৬) গাছেরা ছায়া দেয়। (৭) তিনিরা এখানে থাকেন। (৮) ভাইগণের সহিত তাদের সদ্ভাব নাই। (৯) তাঁহার ছেলেবৃন্দ খুব বিনয়ী। (১০) আপনিরা কেমন আছেন।

লিঙ্গ

১। যাহা দ্বারা বিশেষ্যটি পুরুষজাতীয়, কি স্ত্রীজাতীয় অথবা পুরুষজাতীয়ও নহে স্ত্রীজাতীয়ও নহে এইরূপ বোধ জন্মে, তাহাকে **লিঙ্গ** বলে। লিঙ্গ তিন প্রকারের—**পুংলিঙ্গ**, **স্ত্রীলিঙ্গ** ও **ক্লীবলিঙ্গ**।

২। যে সকল শব্দে পুরুষজাতি বুঝায় তাহারা **পুংলিঙ্গ**। যথা,— পিতা, রাজা, ভাই, ছেলে ইত্যাদি।

৩। যে সকল শব্দে স্ত্রীজাতি বুঝায়, তাহারা **স্ত্রীলিঙ্গ**। যথা,— মাতা, রাণী, বোন, মেয়ে ইত্যাদি।

৪। যে সকল শব্দ স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই বুঝায় না, তাহাদিগকে **ক্লীবলিঙ্গ** বলে। যথা,— জল, মাটি, গাছ, বই ইত্যাদি।

৫। ইহা ছাড়া কতকগুলি বিশেষ্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই বুঝায়। ইহাদিগকে **উভয়লিঙ্গ** বলে। যথা—লোক, শিশু, সন্তান, কবি ইত্যাদি।

৬। বাংলায় কোন কোন স্থলে বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলে উহার বিশেষণ পদটিকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। যথা,— সুন্দর

422

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

বালক, সুন্দরী বালিকা ; বুদ্ধিমান্ ছাত্র, বুদ্ধিমতী ছাত্রী। আবার কোন কোন স্থলে একই বিশেষণ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যথা,— বড় ছেলে, বড় মেয়ে, বড় গাছ।

৭। পুংলিঙ্গ শব্দকে তিন প্রকারে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা যায়। যথা,—

(ক) স্ত্রীলিঙ্গ বাচক অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া। যথা,— ছেলে—মেয়ে ; ভাই—বোন ইত্যাদি।

(খ) পুংলিঙ্গ-বাচক বা স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক শব্দ বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া। যথা,— পুরুষ-ছেলে—মেয়ে-ছেলে ; নর-হাতী—মাদী-হাতী ইত্যাদি।

(গ) পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তে প্রত্যয় যোগ করিয়া। যথা,— বালক—বালিকা ; বাঘ—বাঘিনী ইত্যাদি।

(ক) স্ত্রীলিঙ্গ-বাচক অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়া

৮। বহু পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দের দ্বারা করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই আত্মীয়বাচক। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ছেলে	মেয়ে	বর	বধূ, কন্যা
বাপ, বাবা	মা	নর	নারী
ভাই	বোন	যুবা, যুবক	যুবতী
পিতা	মাতা	ভ্রাতা	ভগিনী

11.11.2008
13725

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জনক	জননী	পুত্র	কন্যা, দুহিতা
স্বামী	স্ত্রী	শ্বশুর	শ্বশ্রূ, শাশুড়ী
বৃষ	গাভী	শুক	সারী
ঠাকুরদা	ঠাকুরমা, ঠানদিদি	সাহেব	মেম, বিবি
		বাদশাহ, নবাব,	বেগম
দাদামহাশয়	দিদিমা	কর্তা	গিন্নী
তাউই	মাউই	গোলাম	বাঁদী
বেহাই	বেহান	ভূত	পেত্নী
রাজা	রাণী	খানসামা, খিদ্‌মদ্‌গার	আয়া
ষাঁড়, বলদ	গাই, গাভী		

৯। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে দুইটি রূপ হয়—একটি পত্নী অর্থে ও অপরটি স্ত্রীজাতি অর্থে। যথা :—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ (পত্নী অর্থে)	স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রীজাতি অর্থে)
ছেলে	বউ	মেয়ে
ভাই	ভাজ, ভাই-বউ	বোন
দাদা	বউ-দিদি	দিদি
ভাসুর, দেবর	জা বা যা	ননদ
শ্যালা	শ্যালজ	শ্যালী
শূদ্র	শূদ্রী	শূদ্রা

(খ) পুরুষ-বাচক ও স্ত্রী-বাচক শব্দ পূর্বে বা পরে যোগ করিয়া—

১০। কখন কখন পুংলিঙ্গ শব্দের পূর্বে পুরুষ, বেটা, নর, মর্দা প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া পুংলিঙ্গ এবং মেয়ে, বউ, পত্নী, জায়া, মাদী প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া স্ত্রীলিঙ্গ বুঝান হয়। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুরুষ-মানুষ	মেয়ে-মানুষ	গয়লা	গয়লা-বউ
		নাপিত	নাপিত-বউ
বেটা-ছেলে	মেয়ে-ছেলে	ঘোষ	ঘোষ-জায়া
পুরুষ-যাত্রী	মেয়ে-যাত্রী	নর-হাতী	মাদী-হাতী
ঠাকুর-পো	ঠাকুর-ঝি	মর্দা-চিল	মাদী-চিল
কবি	স্ত্রী-কবি, মহিলা-কবি	ষাঁড়-গরু, বলদ	গাই-গরু
প্রভু	প্রভুপত্নী	এঁড়ে-বাছুর	বক্না-বাছুর
মুনি	মুনিপত্নী	সৈন্য	মেয়ে-সৈন্য
মুনিপুত্র	মুনিকন্যা	কর্মী	নারী-কর্মী, মহিলা-কর্মী
সভাপতি	সভানেত্রী		
ঠাকুর-গোঁসাই	মা-গোঁসাই		

(গ) স্ত্রী-প্রত্যয় যোগ করিয়া

১১। পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যোগ করিয়া উহাকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা হয়, তাহাকে **স্ত্রী-প্রত্যয়**

বলে। বাংলায় আ, ঈ, নী, আনী ও ইনি—এই কয়টি প্রধান স্ত্রী-প্রত্যয়। নীচে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল:—

'আ' প্রত্যয়

১২। অকারান্ত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের পরে স্ত্রীলিঙ্গে **আ** হয়। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	কৃশ	কৃশা
সরল	সরলা	উত্তম	উত্তমা
ভীত	ভীতা	নিপুণ	নিপুণা
প্রিয়	প্রিয়া	প্রথম	প্রথমা
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া
কনিষ্ঠ	কনিষ্ঠা	তৃতীয়	তৃতীয়া

১৩। স্ত্রীলিঙ্গে **আ** প্রত্যয় হইলে কতকগুলি **অক**-ভাগান্ত শব্দের **অক** স্থানে **ইক** হয়। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বালক	বালিকা	পাঠক	পাঠিকা
পাচক	পাচিকা	লেখক	লেখিকা
গায়ক	গায়িকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা
নায়ক	নায়িকা	অভিভাবক	অভিভাবিকা

কিন্তু নর্তক, রজক ও চাতক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে **নর্তকী, রজকী ও চাতকী** হয়।

'ঈ' প্রত্যয়

১৪। জাতি বুঝাইলে প্রায় সকল অকারান্ত শব্দের পরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী	ময়ূর	ময়ূরী
সিংহ	সিংহী	হরিণ	হরিণী
ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী	হংস	হংসী
মৎস	মৎসী	বিড়াল	বিড়ালী
মনুষ্য	মনুষী	ঘোটক	ঘোটকী

কিন্তু অশ্ব প্রভৃতি কতকগুল জাতিবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা :—অশ্ব—অশ্বা, অজ—অজা, বৎস—বৎসা ইত্যাদি।

১৫। 'নদ' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা :—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নদ	নদী	পিতামহ	পিতামহী
দেব	দেবী	মাতামহ	মাতামহী
কুমার	কুমারী	পুত্র	পুত্রী
সুন্দর	সুন্দরী	কিশোর	কিশোরী

১৬। ঋকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয় অর্থাৎ ঋ স্থানে রী (যেমন তৃ স্থানে ত্রী) হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কর্তা (কর্তৃ)	কর্ত্রী	নেতা (নেতৃ)	নেত্রী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা (দাতৃ)	দাত্রী	শ্রোতা (শ্রোতৃ)	শ্রোত্রী

কিন্তু পিতৃ, মাতৃ ও জামাতৃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন শব্দের দ্বারা হয়।

১৭। চতুর্থ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত পূরণ বাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা :—চতুর্থ—চতুর্থী, দ্বাদশ—দ্বাদশী, ষোড়শ—ষোড়শী ইত্যাদি।

কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আ হয়। যথা,—প্রথম—প্রথমা, তৃতীয়—তৃতীয়া।

১৮। যে সকল শব্দের শেষে ইন্, বিন্, অৎ, বৎ, মৎ, ময়, ঈয়স্, কর্, অন্, চর্, দৃশ, ইক্ বা বস্ থাকে তাহাদের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ধনী (ধনিন্)	ধনিনী	গরীয়ান্ (গরীয়স্)	গরীয়সী
দুঃখী (দুঃখিন্)	দুঃখিনী	হিতকর	হিতকরী
সৎ	সতী	সহচর	সহচরী
মহান্ (মহৎ)	মহতী	তাদৃশ	তাদৃশী
জ্ঞানবান্ (জ্ঞানবৎ)	জ্ঞানবতী	বার্ষিক	বার্ষিকী
বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমৎ)	বুদ্ধিমতী	বিদ্বান্ (বিদ্বস্)	বিদুষী
স্বর্ণময়	স্বর্ণময়ী	রাজা (রাজন্)	রাজ্ঞী

১৯। কতকগুলি খাঁটি বাংলা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
খুড়া	খুড়ী	নেড়া	নেড়ী
জেঠা	জেঠী	খোকা	খুকী
মামা	মামী	মুসলমান	মুসলমানী
ভাগিনা	ভাগিনী / ভাগ্নী	বেটা	বেটী
		মোরগ	মুরগী
বুড়া	বুড়ী	পেঁচা	পেঁচী

নী আনী ও ইনি প্রত্যয়

২০। জাতি অথবা পত্নী অর্থে কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে **নী, আনী ও ইনী** হয়। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঘ	বাঘিনী	মাতুল	মাতুলানী
গোয়াল	গোয়ালিনী	ঠাকুর	ঠাকুরানী
ধোপা	ধোপানী	কাঙ্গাল	কাঙ্গালিনী
জেলে	জেলেনী	অভাগা	অভাগিনী
কামার	কামারনী	ডাক্তার	ডাক্তারনী
কায়েত	কায়েতনী	সাপ	সাপিনী
পাগল	পাগলিনী	নাতি	নাতনী বা নাতিনী
ভিখারী	ভিখারিনী		
মেথর	মেথরানী		

২১। কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে একই অর্থে ঈ ও ইনী প্রত্যয় হয়। যথা,—গোপ—গোপী বা গোপিনী ; ভুজঙ্গ—ভুজঙ্গী বা ভুজঙ্গিনী ; শ্বেতাঙ্গ—শ্বেতাঙ্গী বা শ্বেতাঙ্গিনী ; সুকেশ—সুকেশী বা সুকেশিনী ; সিংহ—সিংহী বা সিংহিনী ; হংস—হংসী বা হংসিনী।

অনুশীলনী

১। পুংলিঙ্গ শব্দকে কি কি উপায়ে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা যায় ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

২। স্ত্রী-প্রত্যয় কাহাকে বলে ? স্ত্রী-প্রত্যয়গুলির নাম কর ও প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। নীচের শব্দগুলির লিঙ্গ পরিবর্তন কর :—

পাচক, নর্তক, বর, বৃদ্ধ, গিন্নী, বেগম, জনক, শ্বশুর, সভাপতি, ত্রয়োদশ, মনুষ্য, পক্ষী, যুবক, মেথর, বেহাই, কবি, দাতা, বাঁশী, শ্বেতাঙ্গ, চিল, ধনবান, দেবর, সারী ও আয়া।

৪। নীচের বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(১) এই সুন্দর বালিকাটি কে ? (২) রমা এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির নাতি। (৩) ব্রহ্মপুত্র বেগবান্ নদী। (৪) ইনি একজন বিদ্বান্ মহিলা। (৫) সুজাতা আমার বোনের ননদিনী। (৬) এই অন্ধা মেয়েটি খুব ভাল গাইতে পারে। (৭) আগামী কল্য এক মহৎ সভার অধিবেশন হইবে। (৮) তাহার মামা বিধবা। (৯) তাহার বোন একজন ভাল গায়কী। (১০) সীতা রামচন্দ্রের প্রিয়তমী পত্নী ছিলেন।

———

পুরুষ

১। পুরুষ তিনটি—**উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ** ও **প্রথম পুরুষ** বা **নাম পুরুষ**।

২। যখন কেহ নিজের সম্বন্ধে কোন কিছু বলে, তখন যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাহাকে **উত্তম পুরুষ** বলে। 'আমি' ও 'আমরা' উত্তম পুরুষ। যথা,—**আমি** পড়িতেছি। **আমরা** ফুটবল খেলিতেছি।

৩। উপস্থিত যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কিছু বলা হয়, তাহাকে **মধ্যম পুরুষ** বলে। 'তুমি', 'তোমরা', 'তুই', 'তোরা' 'আপনি' ও 'আপনারা' মধ্যমপুরুষ। যথা,—**তুমি** হাসিতেছ কেন ? **আপনি** কি চান ?

৪। অনুপস্থিত বা দূরবর্তী যাহার সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয়, তাহাকে **প্রথম পুরুষ** বা **নাম পুরুষ** বলে। 'সে', 'তিনি', 'ইহা', 'উহা', 'তাহা' প্রভৃতি সর্বনাম ও সমস্ত বিশেষ্য পদ প্রথম পুরুষ। যথা,—**সে** পাটনা যাইবে। **তিনি** আসিতেছেন। **গরুটি** মাঠে চরিতেছে। **পাখী** উড়িতে পারে।

কারক

১। বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের যে অন্বয় থাকে, তাহাকে **কারক** বলে। যথা,—প্রয়াগে হর্ষবর্ধন স্বহস্তে রাজভাণ্ডার হইতে দরিদ্রদিগকে ধন দান করিতেন।

এখানে 'দান করিতেন' ক্রিয়াপদের সহিত বাক্যস্থিত বিশেষ্যগুলির নানারূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যথা,—

কে দান করিতেন ? — হর্ষবর্ধন (কর্তৃ-সম্বন্ধ)।

কি দান করিতেন ? — ধন (কর্ম-সম্বন্ধ)।

কিসের দ্বারা দান করিতেন ? — স্বহস্তে (করণ-সম্বন্ধ)।

কাহাকে দান করিতেন ? — দরিদ্রদিগকে (সম্প্রদান-সম্বন্ধ)।

কোথায় দান করিতেন ? — প্রয়াগ (অধিকরণ সম্বন্ধ)।

সুতরাং দেখা যায়, 'হর্ষবর্ধন', 'ধন', 'স্বহস্তে', 'দরিদ্রদিগকে', 'রাজভাণ্ডার হইতে' ও 'প্রয়াগে'—এই ছয়টি বিশেষ্যপদের সহিত 'দান করিতেন' ক্রিয়াপদটির ছয় প্রকার বিভিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধের নামই **কারক**।

২। আমরা দেখিয়াছি, বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের ছয় প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে। সুতরাং কারকও ছয় প্রকার ; যথা,—**কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।**

৩। প্রত্যেক কারকের এক বা একাধিক বিভক্তি আছে। বিভক্তিগুলি কতকগুলি অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ, য়, তে, রা, এরা প্রভৃতি বিভক্তি। যথা,— **লোকে** (= লোক + এ) বলে। **পাখীরা** (পাখী + রা) **উড়িতে পারে।**

কর্তৃ কারক

৪। যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে **কর্তৃকারক** বা **কর্তা** বলে। যথা,—**সূর্য** উঠিতেছে; **গরু** ঘাস খায়। এখানে 'সূর্য' ও 'গরু' যথাক্রমে 'উঠিতেছে' ও 'খায়' ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং ইহারা কর্তা। নীচের বড় অক্ষরে ছাপা পদগুলি কর্তৃকারক।

শিশু চন্দ্র দেখিতেছে। **বৃষ্টি** পড়িতেছে। গ্রীষ্মকালে **আম** পাকে। বাগানে অনেক **ফুল** ফুটিয়াছে। **জাপানীরা** ভাত খায়। **রাখাল** গরুর পাল ল'য়ে যায় মাঠে।

৫। কর্তৃ-কারকের একবচনে এ, য় ও তে এবং বহুবচনে রা ও এরা বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—**পাগলে** কি না বলে? **মশায়** কামড়ায়। **গরুতে** ঘাস খায়। **ছেলেরা** মাঠে খেলিতেছে। **মানুষেরা** মরণশীল।

COLLEGE

৬। কখন কখন কর্তৃকারকের একবচনে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা,—**সুনীল** হাসিতেছে; **সূর্য** অস্ত যাইতেছে।

কর্ম কারক

৭। কর্তা যাহা করে বা যাহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **কর্ম কারক** বলে। যথা,—মেয়েটি **ফুল** তুলিতেছে — এখানে ফুলকে আশ্রয় করিয়াই 'তুলিতেছে' ক্রিয়াটি সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং 'ফুল' কর্মকারক। নীচের বড় অক্ষরে ছাপা পদগুলি কর্মকারক।

খোকা **ভাত** খাইতেছে। **গোপালকে** ডাক। মা **সন্তানকে** ভালবাসেন। আমি সত্য **কথা** বলি। ভিখারীটি একটি **পয়সা** চায়। আমি **তাহাকে** চিনি।

৮। কর্মকারকের একবচনে সাধারণত 'কে', 'রে' ও 'এরে' এবং বহুবচনে 'দিগকে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—ছেলে **মাকে** ডাকে। দুষ্ট **বালকদিগকে** কেহ ভালবাসে না।

৯। অনির্দিষ্ট প্রাণী, জাতি বা অচেতন পদার্থ বুঝাইলে কর্মকারকে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা,—তুমি কি **সিংহ** দেখিয়াছ ? **জল** আন। তিনি রাত্রিতে **রুটি** খান।

১০। কর্ম দুই প্রকার—**মুখ্য কর্ম** ও **গৌণ কর্ম**। যে কর্মে বস্তু বুঝায়, তাহাকে **মুখ্য কর্ম** এবং যে কর্মে ব্যক্তি বুঝায়, তাহাকে **গৌণ কর্ম** বলে। মুখ্য কর্মে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না; কিন্তু গৌণ কর্মে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—মা খোকাকে (গৌণ কর্ম) **চাঁদ** (মুখ্য কর্ম) দেখাইতেছেন। আমি **অরুণকে** (গৌণ কর্ম) **চিঠি** (মুখ্য কর্ম) লিখিয়াছি।

করণ কারক

১১। কর্তা যাহা দ্বারা বা যাহার যাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে **করণ কারক** বলে। যথা,—জেলেরা **জাল দিয়া** মাছ ধরিতেছে; ছেলেটি **কানে** শোনে না—এখানে 'ধরিতেছে' ও 'শোনে' ক্রিয়া দুইটি যথাক্রমে জাল ও কানের সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং **'জাল'** ও **'কান'** করণ-কারক।

নীচের বড় অক্ষরে ছাপা শব্দগুলি করণকারক :—

আমি **কলম দিয়া** লিখিতেছি।
আমরা **জিহ্বা দ্বারা** স্বাদ গ্রহণ করি।
লোকটি **চোখে** দেখিতে পায় না।
আকাশ **মেঘে** ঢাকা ছিল।
টাকায় কি না হয়।
কড়িতে বাঘের চোখ মিলে।

১২। করণ কারকের একবচনে 'এ', 'য়', 'ও', 'তে' বিভক্তি কিংবা 'দ্বারা' ও 'দিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং বহুবচনে 'গুলি' ও 'গুলা' শব্দের পরে 'দ্বারা' ও 'দিয়া' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,— **অর্থে** সব হয়। আমরা **নৌকায়** নদী পার হইব। তিনি **গাড়িতে** আসিবেন। কাঁচা **আমগুলি দিয়া** আমি কি করিব ?

সম্প্রদান কারক

১৩। যাহাকে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া কোন বস্তু দান করা যায়, তাহাকে **সম্প্রদান কারক** বলে। যথা,— **ভিক্ষুককে** ভিক্ষা দাও। **ক্ষুধার্তকে** অন্ন দান করিবে—এখানে ভিক্ষা ও অন্ন স্বত্বত্যাগ করিয়া দান করা হইতেছে। সুতরাং 'ভিক্ষুককে' ও 'ক্ষুধার্তকে' সম্প্রদান কারক বলে।

১৪। স্বত্ব ত্যাগ না করিলে, ফিরিয়া পাওয়ার আশা থাকিলে বা কাহারও উচিৎ পাওনা শোধ করিলে সম্প্রদান কারক হয় না। যথা,—আমি **ধোপাকে** কাপড় দিয়াছি,

চাকরকে বেতন দাও ; এ স্থলে 'ধোপাকে' ও 'চাকরকে' সম্প্রদান কারক নহে ; ইহারা কর্ম কারক।

৩। সম্প্রদান কারকের একবচনে 'কে', 'রে', 'এ', 'য়' ও 'তে' বিভক্তি এবং বহুবচনে 'দিগকে' ও 'গুলিকে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—

দরিদ্রকে ধন দাও।

ক্ষুধিতেরে অন্ন দান সেবা

তোমরা লইবে বল কেবা।

'**অন্ধজনে** দেহ আলো, **মৃতজনে** দেহ প্রাণ'।

যোগ্য **বরে** কন্যা দান করিবে।

সে আমাদের **সমিতিতে** চাঁদা দিয়াছে।

অপাদান কারক

১৫। যাহা হইতে কোন ব্যক্তি বা বস্তু চলিত, ভীত, রক্ষিত, উৎপন্ন, পতিত, গৃহীত, যুক্ত, বিরত, বঞ্চিত বা এইরূপ কিছু হয়, তাহাকে **অপাদান কারক** বলে। যথা,—

চলিত—ছেলেটি **বেলুড় হইতে** আসিয়াছে।

ভীত—সে **সাপ হইতে** ভয় পায়।

রক্ষিত—**বিপদ হইতে** রক্ষা কর।

উৎপন্ন—**তিল হইতে** তৈল হয়। **দুগ্ধ হইতে** ঘৃত হয়।

পতিত—**গাছ হইতে** পাতা পড়িতেছে।

গৃহীত—এই উক্তিটি **গীতা হইতে** উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুক্ত—আমরা ইংরেজের **অধীনতা হইতে** মুক্ত হইয়াছি।

বিরত—**পাপ হইতে** বিরত হও।

বঞ্চিত—আমি সে **সুখে** বঞ্চিত।

১৬। অপাদান কারকের একবচনে 'এ', 'য়' ও 'তে' বিভক্তি এবং 'হইতে' ও 'থেকে' শব্দ ব্যবহৃত হয়; বহুবচনে 'দিগ হইতে', 'দিগের হইতে', 'গুলি হইতে' বা 'গুলি থেকে' ব্যবহৃত হয়। যথা,—**বিপদে** ক্ষান্ত হও। **খেলায়** বিরত হও। **বিপদ থেকে** রক্ষা পাইয়াছি। **মেঘে** বৃষ্টি হয়। **গাছগুলি হইতে** পাতা পড়িতেছে। **আকাশ থেকে** একটা তারা খসিয়া পড়িল।

অধিকরণ কারক

১৭। যে স্থানে যে সময়ে বা যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **অধিকরণ কারক** বলে। যথা,—

বনে বাঘ থাকে। **রাত্রিতে** চন্দ্র উঠে। **ধর্মে** মতি রাখিবে।

এখানে প্রশ্ন করা যায়, "বাঘ কোন্ স্থানে থাকে"? উত্তর হইবে 'বনে'—এইরূপ চন্দ্র কোন্ সময় উঠে? 'রাত্রিতে'। কোন্ বিষয়ে মতি রাখিবে? ধর্মে। সুতরাং 'বনে', 'রাত্রিতে' এবং ধর্মে অধিকরণ কারক।

নীচের বড় অক্ষরে ছাপান পদগুলি অধিকরণ কারক :—

তিলে তৈল আছে। **গ্রীষ্মকালে** আম পাকে। এ **বাড়িতে** লোকজন নাই। **আকাশে** চাঁদ উঠিয়াছে। **বসন্তে** কোকিল ডাকে। সমুদ্রের **জলে** লবণ আছে। **লেখা পড়ায়** তাহার মন নাই।

১৮। অধিকরণ কারকের একবচনে 'এ', 'য়' ও 'তে' এবং বহুবচনে 'দিগে', 'দিগেতে' ও 'গুলিতে' বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—সে **সভায়** গিয়াছিল। তিনি **বাড়িতে** ছিলেন না। **বইগুলিতে** ছবি নাই।

১৯। স্থান বা কাল বুঝাইলে কখন কখন অধিকরণ কারকে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা,—আমি কাল **বাড়ি** ছিলাম না। আমরা গত **বৎসর পুরী** গিয়াছিলাম।

১৯। অধিকরণ কারক তিন প্রকার—**আধারাধিকরণ, কালাধিকরণ** ও **বিষয়াধিকরণ**।

২০। যে স্থানে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **আধারাধিকরণ** বলে। যথা—**পুকুরে** মাছ আছে। **ভারতে** কয়লার খনি আছে। **দুধে** মাখন আছে।

২১। যে কালে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে **কালাধিকরণ** বলে। যথা—সূর্য **দিনে** আলো দেয়। **বর্ষাকালে** বৃষ্টি হয়। **সোমবারে** স্কুল খুলিবে।

২২। যে বিষয়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **বিষয়াধিকরণ** বলে। যথা—তাহার **বিদ্যায়** অনুরাগ আছে। ছেলেটি **সাহিত্যে** নিপুণ।

সম্বন্ধ পদ

১। যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের ক্রিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, অন্য বিশেষ্য পদের সহিত সম্বন্ধ থাকে তাহাকে **সম্বন্ধ পদ** বলে। যথা,—**সমুদ্রের** জল লোনা। **তাহার** বাড়ি

শান্তিপুরে— এখানে জলের সহিত 'সমুদ্রের' এবং বাড়ির সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহাদের কোনটিরই ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ নাই। সুতরাং 'সমুদ্রের' ও 'তাহার' এই দুইটি সম্বন্ধ পদ।

২। তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ যে, বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে কারক বলে। ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ পদের কোন সম্পর্ক থাকে না। এজন্য সম্বন্ধ পদকে কারক বলা যায় না। যথা—বিমল **মামার** বাড়িতে গিয়াছে—এখানে 'বিমল' ও 'বাড়িতে' এই দুইটি বিশেষ্য পদের 'গিয়াছে' ক্রিয়াপদের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু 'মামার' পদটির 'বাড়িতে' পদটির সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

৩। সম্বন্ধ পদের একবচনে 'র' ও 'এর' এবং বহুবচনে 'দিগের', 'দের', 'গুলির', 'গুলার', 'সকলের', 'গণের' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা—

মতির ছাতাটি নূতন। **বনের** পাখী বনেই থাকিতে চায়। **তোমার** নাম কি? **তোমাদের** বাড়ি কোথায়? এই **লিচু-গুলির** দাম কত? **বালকগণের** আনন্দ আর ধরে না। **লোকগুলার** কথায় হাসি পায়।

৩। সম্বন্ধ পদ নানাবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—

(১) **পিতার** উপদেশ (পিতা যে উপদেশ দেন তাহা)।

ভালুকের নাচ (ভালুক যে নাচ নাচে তাহা)।

(২) **রোগীর** সেবা (রোগীকে যে সেবা করা হয় তাহা)।
ঈশ্বরের আরাধনা (ঈশ্বরকে যে আরাধনা করা হয় তাহা)।

(৩) **লাঠির** আঘাত (লাঠি দিয়া যে আঘাত দেওয়া হয় তাহা)।
হাতের লেখা (হাত দিয়ে লেখা)।

(৪) **বাঘের** ভয় (বাঘ হইতে ভয়)।
চোখের জল (চোখ হইতে যে জল পড়ে তাহা)।

(৫) **বনের** পাখী (বনে থাকে যে পাখী)।
মাঠের ধান (মাঠে জন্মে যে ধান)।

সম্বোধন পদ

১। যাহাকে সম্বোধন বা আহ্বান করিয়া কিছু বলা হয়, তাহাকে **সম্বোধন পদ** বলে। যথা—**নরেন**, এখানে কি করিতেছ? **রমা**! তোমার মা কোথায়?—এই বাক্য দুইটিতে নরেন ও রমাকে আহ্বান করিয়া কিছু বলা হইতেছে। সুতরাং 'নরেন' ও 'রমা' সম্বোধন পদ।

২। ক্রিয়াপদের সহিত সম্বোধন পদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। এজন্য সম্বন্ধ পদের ন্যায় ইহাও কারক নহে। যথা—**ভাই**, ভাল আছ ত?—এখানে 'আছ' ক্রিয়াপদের সহিত 'ভাই' পদটির কোন সম্বন্ধ নাই।

৩। কখন কখন সম্বোধন পদের পূর্বে **ও, হে, ওহে,**

ওগো, রে, ওরে প্রভৃতি অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়। যথা :—

ও মা, তুমি কোথায় ?
'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন!'
ওহে দয়াময়! আমায় উদ্ধার কর।
ওগো বাছা! এ তোমার কেমন বুদ্ধি!
ওরে দুষ্ট! তোর এই কাজ ?

৪। সম্বোধন পদে সাধারণত কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না, মূল শব্দই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কখন কখন সম্বোধন পদে শব্দের আকারের কিছু পরিবর্তন ঘটে। যথা :—প্রিয়া—প্রিয়ে, বৎসা—বৎসে, দুর্গা—দুর্গে, হরি—হরে, মুনি—মুনে, নদী—নদি, জননী—জননি, দেবী—দেবি, প্রভু—প্রভো, গুরু—গুরো, বধূ—বধু, মাতৃ—মাতঃ, পিতৃ—পিতঃ, ভগবৎ (ভগবান্)—ভগবন্ ইত্যাদি। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষ্য কর :—

সুখী হও, বৎসে!
'হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে।'
'হে ধনিন্! তুমি বৃথা হতেছ গর্বিত।'

অনুশীলনী

১। কারক কাহাকে বলে? উহা কয় প্রকার এবং কি কি? চারিটি কারকযুক্ত একটি বাক্য রচনা করিয়া ক্রিয়ার সহিত কারকগুলির সম্বন্ধ দেখাইয়া দাও।

২। সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ কারক নয় কেন? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৩। অপাদান কারক কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। অধিকরণ কয় প্রকার এবং কি কি? প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৫। 'সে পুলিশকে ঘুষ দিয়াছে'—এই বাক্যে 'পুলিশকে' পদটি কোন্ কারক এবং কেন?

৬। নীচের বড় অক্ষরে ছাপা পদগুলির কারক নির্ণয় কর :—

(১) গরীব লোকেরা **কুটীরে** বাস করে। (২) আমি **নরেশকে** এ **কথা** জিজ্ঞাসা করিব। (৩) এ **কলমে** বেশ লেখা যায়। (৪) **ছাগলে** কি না খায়? (৫) **ইক্ষু হইতে** চিনি হয়। (৬) আমরা **রাত্রিতে** ঘুমাই। (৭) **পীড়িতকে** ঔষধ দাও। (৮) সোজা **আঙুলে** ঘি ওঠে না। (৯) আমি **জমিদারকে** খাজানা দিয়াছি। (১০) **বীজ হইতে** অংকুর জন্মে। (১১) আষাঢ় **মাসে** বর্ষা আরম্ভ হয়। (১২) লাল **ফুলে** শিবপূজা হয় না। (১৩) **ছাগল দিয়া** চাষ হয় না। (১৪) তিনি **পাঠে** বিরত হইলেন। (১৫) **চোরে** আমার **সর্বস্ব** লইয়া গিয়াছে।

শব্দরূপ

১। কারক ও বচন বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সহিত কতকগুলি চিহ্ন বা অর্থহীন বর্ণ ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগকে **বিভক্তি** বা **শব্দবিভক্তি** বলে। যথা,—আমরা আজ প্রাতঃকালে গোপালের ভাইকে রাস্তায় দেখিয়াছি—এই বাক্যে 'আমরা' পদে **রা** প্রাতঃকালে পদে **এ**, গোপালের পদে

এর, 'ভাইকে' পদে কে এবং 'রাস্তায়' পদে য় যুক্ত হইয়াছে। ইহারা এক একটি বিভক্তি। বিভক্তিগুলির কোন অর্থ নাই। ইহারা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলেই শব্দ নাম পদে অর্থাৎ ক্রিয়াপদ ভিন্ন অন্য পদে পরিণত হয়।

২। তোমরা পূর্বে পড়িয়াছ, প্রত্যেক কারকের এক বা একাধিক বিভক্তি আছে। সম্বন্ধ পদেরও বিভক্তি আছে। সুতরাং ছয় কারকের ছয়টি বিভক্তি এবং সম্বন্ধ পদের একটি বিভক্তি লইয়া মোট সাত প্রকার বিভক্তি; যথা,—**প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।** সাধারণত কর্তৃকারকের বিভক্তিকে **প্রথমা বিভক্তি,** কর্মকারকের বিভক্তিকে **দ্বিতীয়া বিভক্তি,** করণ কারকের বিভক্তিকে **তৃতীয়া বিভক্তি,** সম্প্রদান কারকের বিভক্তিকে **চতুর্থী বিভক্তি,** অপাদান কারকের বিভক্তিকে **পঞ্চমী বিভক্তি,** সম্বন্ধ পদের বিভক্তিকে **ষষ্ঠী বিভক্তি** এবং অধিকরণ কারকের বিভক্তিকে **সপ্তমী বিভক্তি** বলা হয়। প্রত্যেক বিভক্তির দুই বচন— **একবচন ও বহুবচন।**

৩। নীচে বিভক্তিগুলির আকৃতি দেওয়া হইল :—

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	কারক	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	কর্তা	এ, য়, তে,	রা, এরা, গুলি, গণ
দ্বিতীয়া	কর্ম	এ, কে, রে	দিগকে, দিগেরে, দেরে, গুলিকে

বিভক্তি	কারক	একবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	করণ	এ, য়, তে, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দের দ্বারা, দিগের দ্বারা, দের দিয়া, দিগের দিয়া, দিগ কর্তৃক, গুলি দিয়া, গুলি দ্বারা
চতুর্থী	সম্প্রদান	এ, কে, রে	দিগকে, দিগেরে, দেরে, গুলিকে
পঞ্চমী	অপাদান	হইতে, থেকে	দিগ হইতে, দিগের হইতে, দিগ থেকে, দিগের থেকে, গুলি হইতে, গুলি থেকে,
ষষ্ঠী	সম্বন্ধ	র, এর	দিগের, দের, গুলির, গণের
সপ্তমী	অধিকরণ	এ, য়, তে	দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে

বিভিন্ন কারকের বিভক্তি যোগ

৪। শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করিলে তবে উহা বাক্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন শব্দের সহিত ছয়টি কারক ও সম্বন্ধ পদের একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি যোগ করিলে উহা নানাপ্রকার আকার বা রূপ ধারণ করে। ইহাকে **শব্দরূপ** বলে।

৫। শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। যথা :—

(ক) অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের সহিত এ বিভক্তি

যুক্ত হয়, য় ও তে বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা,— লোক+এ = লোকে, বিপদ+এ = বিপদে।

(খ) ই-কারান্ত, ঈ-কারান্ত, উ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত শব্দের সহিত তে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,— ঘড়ি+তে = ঘড়িতে, নদী+তে=নদীতে, মধু+তে=মধুতে।

(গ) আ-কারান্ত, এ-কারান্ত, ঐ-কারান্ত, ও-কারান্ত ও ঔ-কারান্ত শব্দের সহিত য় ও তে বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,— লতা+য় = লতায় বা লতা+তে = লতাতে; ছেলে+য় =ছেলেয় বা ছেলে+তে=ছেলেতে। এইরূপ— বৌয়ে বা বৌতে।

(ঘ) রা, এরা, র বা তে বিভক্তি পরে থাকিলে অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্তে একার যুক্ত হয়। যথা,— লোক+র=লোকের, লোক+তে=লোকেতে। কিন্তু বড়, ছোট, ভাল প্রভৃতি কতিপয় শব্দের অন্তে একার যুক্ত হয় না। যথা,— বড়+র=বড়র। এইরূপ—ছোটর, ভালর ইত্যাদি।

(ঙ) রা ও এরা বিভক্তি শুধু প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়, অ-প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় না। যথা,— মানুষেরা, পক্ষীরা ইত্যাদি। 'গাছেরা,' 'ফুলেরা' প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ।

(চ) অ-প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে বহুবচনের দিগকে, দিগ-দ্বারা, দিগের, দের, দিগে, দিগেতে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয় না; ইহার পরিবর্তে গুলি, গুলা, সকল, সমূহ ইত্যাদি যুক্ত হয়। যথা,—ফুলগুলি, বইগুলি দিয়া, গাছগুলির, ফল সকলের, দেশ

সমূহের ইত্যাদি। ফুলেরা, ফুলগণ, গাছগণ ইত্যাদি পদ অশুদ্ধ।

(ছ) অ-প্রাণিবাচক শব্দের কর্ম ও সম্প্রদান কারকের একবচনে **কে** ও **রে** বিভক্তি লোপ পায় অর্থাৎ কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা,— **বই** পড়; **ছাতা** আন; মেয়েটি **ফুল** তুলিতেছে।

(জ) **কর্তৃক** কেবল প্রাণিবাচক শব্দের সহিত যুক্ত হয়। **কালিদাস কর্তৃক** শকুন্তলা রচিত হইয়াছে। আমেরিকা **কলম্বস কর্তৃক** আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(ঝ) সাধারণত অনির্দিষ্ট প্রাণী বুঝাইতে বহুবচনে **রা** ও **এরা** বিভক্তি এবং নির্দিষ্ট প্রাণী বুঝাইতে **গুলি** ও **গুলা** ব্যবহৃত হয়। আদর বুঝাইলে **গুলি** এবং অনাদর বুঝাইলে **গুলা** যুক্ত হয়। যথা,— **ছেলেরা** (= সমস্ত ছেলেই) মিঠাই ভালবাসে। এই বাড়ির **ছেলেগুলি** বেশ বিনয়ী। তোমাদের ক্লাশের **ছেলেগুলা** বড় ঝগড়াটে।

(ঞ) সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থাকিলে বিশেষ্যের সহিত বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয় না। যথা,— তিনটি **আম**; পাঁচখানা **বই**; দশজন **লোক**; তিনশত **ছাত্র**।

৬। বাংলায় সমস্ত শব্দের রূপই প্রায় এক প্রকার। কেবল প্রাণিবাচক ও অ-প্রাণিবাচক শব্দের রূপের মধ্যে সামান্য প্রভেদ আছে। সুতরাং শব্দরূপের জন্য সমস্ত বিশেষ্য শব্দকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—

(ক) **প্রাণিবাচক** শব্দ; যথা,—মানুষ, ছেলে, রাজা ইত্যাদি।

(খ) অ-প্রাণিবাচক শব্দ; যথা,— ফুল, গাছ, বই, কাপড় ইত্যাদি।

৭। নীচে কয়েকটি শব্দের রূপ দেওয়া হইল ঃ—

প্রাণিবাচক শব্দ
বালক শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বালক, বালকে	বালকেরা, বালকগুলি, বালকগণ
দ্বিতীয়া	বালককে, বালকেরে	বালকদিগকে, বালকদিগে, বালকদিগেরে, বালকদেরে, বালকগুলিকে, বালকগণকে
তৃতীয়া	বালকদ্বারা, বালকের-দ্বারা, বালক দিয়া, বালক কর্তৃক	বালকদিগ দ্বারা, বালকদিগ দিয়া, বালকদিগের দ্বারা, বালকদিগ কর্তৃক, বালক-গুলির দ্বারা, বালকগণ কর্তৃক
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মত রূপ	
পঞ্চমী	বালক হইতে, বালক থেকে	বালকদিগ হইতে, বালকদিগের হইতে, বালকদিগ থেকে, বালক দিগের থেকে, বালকগুলি হইতে, বালকগণ হইতে
ষষ্ঠী	বালকের	বালকদের, বালকদিগের, বালকগুলির, বালকগণের
সপ্তমী	বালকে, বালকেতে	বালকদিগে, বালকদিগেতে, বালকগুলিতে, বালকগণে

মানুষ, লোক, ছাত্র, পুত্র, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রাণিবাচক অ-কারান্ত শব্দের রূপ এই প্রকার।

বালিকা-শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	বালিকা, বালিকাতে	বালিকারা
দ্বিতীয়া	বালিকাকে, বালিকারে	বালিকাদিগকে, বালিকাদিগেরে
তৃতীয়া	বালিকা দ্বারা বালিকা দিয়া বালিকা কর্তৃক বালিকার দ্বারা	বালিকাদিগ দ্বারা বালিকাদিগ দিয়া বালিকাদিগ কর্তৃক বালিকাদিগের দ্বারা
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার মত	
পঞ্চমী	বালিকা হইতে বালিকা থেকে	বালিকাদিগ হইতে (বা থেকে) বালিকাদিগের হইতে (বা থেকে) বালিকাদের হইতে (বা থেকে)
ষষ্ঠী	বালিকার	বালিকাদের, বালিকাদিগের
সপ্তমী	বালিকার, বালিকাতে	বালিকাদিগে, বালিকাদিগেতে

দ্রষ্টব্য :—গণ বা গুলি শব্দের সঙ্গে কে, রে, দ্বারা, কর্তৃক হইতে দের, দিগের ইত্যাদি যোগ করিয়াও বিভিন্ন কারকের বহুবচন গঠন করা যায়। যথা—বালিকাগণ, বালিকাগুলি, বালিকাগণকে, বালিকাগণ কর্তৃক বালিকাগুলির ইত্যাদি।

কন্যা, বালা, জায়া, দেবতা, মহিলা প্রভৃতি প্রায় সমস্ত প্রাণিবাচক আ-কারান্ত শব্দের রূপ বালিকা শব্দের ন্যায়। যেমন—মা শব্দের রূপ একটু ভিন্ন রকমের।

মা-শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মা, মায়ে	মারা, মায়েরা
দ্বিতীয়া	মাকে, মাবে	মাদিগকে, মাদিগেরে
তৃতীয়া	মা দ্বারা মার দ্বারা মাকে দিয়া	মাদিগের দ্বারা মায়েদের দ্বারা, মাদিগের দিয়া মায়েদের দিয়া
চতুর্থী	মাকে, মারে	মাদিগকে, মাদিগেরে
পঞ্চমী	মা হইতে মা থেকে	মাদের হইতে (বা থেকে) মাদিগের হইতে (বা থেকে)
ষষ্ঠী	মারে, মায়ের	মাদের, মাদিগের
সপ্তমী	মায়ে, মাতে, মায়েতে,	মাদিগে, মাদিগেতে

ভাই-শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ভাই, ভাইয়ে	ভাইয়েরা, ভাইরা
দ্বিতীয়া	ভাইকে	ভাইদিগকে
তী য়া	ভাইয়ে ভাইকে দিয়া ভাইয়ের দারা	ভাইদিগের দ্বারা ভাইদের দ্বারা ভাইদিগকে দিয়া
চতুর্থী	ভাইকে	ভাইদিগকে
পঞ্চমী	ভাই হইতে ভাই থেকে	ভাইদের হইতে (বা থেকে) ভাইদিগের হইতে (বা থেকে)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	ভাইয়ের	ভাইদিগের, ভাইদের
সপ্তমী	ভাইয়ে, ভাইতে	ভাইদিগে, ভাইদিগেতে

অ-প্রাণীবাচক শব্দ

ফুল শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	ফুল	ফুলগুলি
দ্বিতীয়া	ফুল	ফুলগুলি, ফুলসকল
তৃতীয়া	ফুলে, ফুল দ্বারা ফুলের দারা ফুল দিয়া	ফুলগুলি দিয়া ফুলগুলির দারা ফুলগুলি দ্বারা
চতুর্থী	ফুলকে	ফুলগুলিকে, ফুলসকলকে
পঞ্চমী	ফুল হইতে, ফুল থেকে	ফুলগুলি হইতে (বা থেকে), ফুলসকল হইতে (বা থেকে)
ষষ্ঠী	ফুলের	ফুলগুলির, ফুলসকলের
সপ্তমী	ফুলে	ফুলগুলিতে, ফুলসকলে

সর্বনাম শব্দের রূপ

৮। আমি, তুমি, সে, তিনি, আপনি প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক সর্বনাম শব্দের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে রূপের কোন পার্থক্য নাই। তাহা, ইহা, উহা প্রভৃতি কয়েকটি সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গে

পৃথক্ রূপ আছে। নীচে কয়েকটি সর্বনাম শব্দের রূপ দেখান হইল :—

আমি শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	আমি	আমরা
দ্বিতীয়া	আমাকে, আমায় আমারে	আমাদিগকে, আমাদেরে, আমাদেরকে, আমাদিগেরে
তৃতীয়া	আমা দ্বারা, আমার-দ্বারা আমাকে দিয়া, আমাকর্তৃক	আমাদিগ দ্বারা, আমাদিগের দ্বারা আমাদিগ দিয়া, আমাদের দিয়া, আমাদিগকর্তৃক
চতুর্থী	আমাকে, আমায়, আমারে	আমাদিগকে, আমাদেরে, আমাদেরকে, আমাদিগেরে
পঞ্চমী	আমা হইতে, আমা থেকে	আমাদিগ হইতে, আমাদের হইতে, আমাদের থেকে
ষষ্ঠী	আমার	আমাদিগের, আমাদের
সপ্তমী	আমাতে, আমায়	আমাদিগেতে, আমাদিগে

তুমি শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুমি	তোমরা
দ্বিতায়া	তোমাকে, তোমায়, তোমারে	তোমাদিগকে, তোমাদেরকে, তোমাদিগেরে, তোমাদেরে

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
তৃতীয়া	তোমা দ্বারা, তোমার দ্বারা, তোমাকে দিয়া, তোমাকর্তৃক	তোমাদিগের দ্বারা, তোমাদের দ্বারা, তোমাদিগের দিয়া, তোমাদের দিয়া, তোমাদিগ কর্তৃক
চতুর্থী	তোমাকে, তোমায়, তোমারে	তোমাদিগকে, তোমাদেরকে, তোমাদিগেরে, তোমাদেরে
পঞ্চমী	তোমা হইতে, তোমা থেকে	তোমাদিগের হইতে (বা থেকে), তোমাদের হইতে (বা থেকে), তোমাদিগ হইতে
ষষ্ঠী	তোমার	তোমাদিগের, তোমাদের
সপ্তমী	তোমায়, তোমাতে	তোমাদিগেতে, তোমাদিগে

সে শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	সে	তাহারা
দ্বিতীয়া	তাহাকে, তাহারে	তাহাদিগকে, তাহাদেরকে
তৃতীয়া	তাহা দ্বারা, তাহার দ্বারা, তাহাকে দিয়া, তাহাকর্তৃক	তাহাদিগ দ্বারা, তাহাদিগের দ্বারা, তাহাদের দ্বারা, তাহা-দিগকে দিয়া, তাহাদিগকর্তৃক
চতুর্থী	তাহাকে	তাহাদিগকে, তাহাদেরকে
পঞ্চমী	তাহা হইতে, তাহার হইতে (বা থেকে)	তাহাদিগ হইতে, তাহাদিগের হইতে (বা থেকে), তাহাদের হইতে (বা থেকে)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী	তাহার	তাহাদিগের, তাহাদের
সপ্তমী	তাহাতে	তাহাদিগেতে, তাহাদিগে

যে ও কে শব্দের রূপও এই প্রকার। যথা,—যে, যাহারা, যাহাকে ইত্যাদি।

তিনি শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তিনি	তাঁহারা
দ্বিতীয়া	তাঁহাকে, তাঁহারে	তাঁহাদিগকে, তাঁহাদেরকে
তৃতীয়া	তাঁহা দ্বারা, তাঁহার দ্বারা, তাঁহাকে দিয়া, তাঁহাকর্তৃক	তাঁহাদিগ দ্বারা, তাঁহাদিগের দ্বারা, তাঁহাদের দ্বারা, তাঁহাদিগকে দিয়া, তাঁহাদিগকর্তৃক
চতুর্থী	তাঁহাকে, তাঁহারে	তাঁহাদিগকে, তাঁহাদেরকে
পঞ্চমী	তাঁহা হইতে, তাঁহার হইতে (বা থেকে)	তাঁহাদিগ হইতে, তাঁহাদিগের হইতে (বা থেকে), তাঁহাদের হইতে (বা থেকে)
ষষ্ঠী	তাঁহার	তাঁহাদিগের, তাঁহাদের
সপ্তমী	তাঁহাতে	তাঁহাদিগেতে, তাঁহাদিগে

যিনি শব্দের রূপও এই প্রকার যথা,—যিনি, যাঁহারা ইত্যাদি।

আপনি শব্দ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	আপনি	আপনারা
দ্বিতীয়া	আপনাকে, আপনারে	আপনাদিগকে, আপনাদেরকে
তৃতীয়া	আপনা দ্বারা, আপনার দ্বারা, আপনাকে দিয়া, আপনা কর্তৃক	আপনাদিগের দ্বারা, আপনাদের দ্বারা, আপনা-দিগকে দিয়া, আপনাদিগ কর্তৃক
চতুর্থী	আপনাকে, আপনারে	আপনাদিগকে, আপনাদেরকে
পঞ্চমী	আপনা হইতে, আপনার হইতে (বা থেকে)	আপনাদিগ হইতে, আপনাদিগের হইতে, আপনাদের হইতে (বা থেকে,
ষষ্ঠী	আপনার	আপনাদিগের, আপনাদের
সপ্তমী	আপনাতে, আপনায়	আপনাদিগেতে, আপনাদিগে

তাহা শব্দ (ক্লীবলিঙ্গ)

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তাহা, সেটি	সেগুলি, সে-সব
দ্বিতীয়া	তাহা, সেটি	সেগুলি, সে-সব
তৃতীয়া	তাহা দ্বারা, তাহা দিয়া সেটি দ্বারা, সেটি দিয়া	সেগুলি দ্বারা, সে-সব দ্বারা, সেগুলি দিয়া, সে-সব দিয়া,
চতুর্থী	তাহাকে, সেটিকে	সেগুলিকে, সে-সবকে

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
পঞ্চমী	তাহা হইতে, সেটি হইতে	সেগুলি হইতে, সে-সব হইতে
ষষ্ঠী	তাহার, সেটির	সেগুলির, সে-সবের
সপ্তমী	তাহাতে, সেটিতে	সেগুলিতে, সে-সবে

ক্লীবলিঙ্গ যাহা, ইহা ও উহা শব্দের রূপও এই প্রকার। যথা,—যাহা, যেটি (একবচন)—যেগুলি, যে-সব (বহুবচন); ইহা, এটি—এগুলি, এসব ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। শব্দবিভক্তি কাহাকে বলে? করণ কারকের বিভক্তিগুলির নাম কর এবং বাক্যে উহাদের প্রয়োগ দেখাও।

২। কর্তা, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখাইয়া বাক্য রচনা কর।

৩। নীচের পদগুলিকে বহুবচনে পরিবর্তিত করিয়া বাক্য রচনা কর :—

কবিকে, কলম দিয়া, গাছে, ফল হইতে, তাঁহার, আপনাকে, চাকরের দ্বারা, সেটি, টাকায় ও ছেলেকে।

৪। মানুষ, নদী, ফল ও তুমি শব্দের রূপ লিখ।

৫। নীচের বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(১) আমেরা পাকিয়াছে। (২) লতিকা তাহার ভাইগণকে ভালবাসে। (৩) ফুলগণ দ্বারা কি করিবে? (৪) তিনিকে এ কথা বলিয়াছি। (৫) আপনিরা কোথায় থাকেন? (৬) তিনির আজ আসিবার কথা। (৭) মা ছেলেটিকে চাঁদকে দেখাইতেছেন। (৮) তাহার দিয়া কোন কাজ হয় না। (৯) আমি গত বৎসরে পুরী গিয়াছিলাম। (১০) তিনি মজুর কর্তৃক জমি চাষ করান।

ক্রিয়াপদ

সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়া

১। যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাহাকে **সকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা,—গরু ঘাস **খায়**। মা আমাকে **ডাকিতেছেন**। ইন্দু ইতিহাস **পড়িতেছে**—এখানে 'ঘাস' পদটি 'খায়' ক্রিয়ার, 'আমাকে' পদটি 'ডাকিতেছেন' ক্রিয়ার এবং 'ইতিহাস' পদটি 'পড়িতেছে' ক্রিয়ার কর্ম। সুতরাং **খায়, ডাকিতেছেন** ও **পড়িতেছে** সকর্মক ক্রিয়া।

২। দেখা, শোনা, দেওয়া, মারা, ধরা, লেখা, পড়া, যাওয়া, করা, জানা, লওয়া ইত্যাদি অর্থবোধক ক্রিয়া সকর্মক। যথা,—আমরা হাত দিয়া কাজ **করি**। মতি গান **শুনিতেছে**। সে চিঠি **লিখিতেছে**। আমরা ভাত **খাই**। পুলিশ একটি চোর **ধরিয়াছে**। তিনি হিন্দী **জানেন**।

৩। যে ক্রিয়ার অর্থ থাকে না, তাহাকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা,—খোকা **হাসে**। মেয়েটি **কাঁদিতেছে**। বাতাস **বহিতেছে**।—এখানে 'হাসে', 'কাদিতেছে' ও 'বহিতেছে' ক্রিয়ার কোন কর্ম নাই। সুতরাং ইহারা অকর্মক ক্রিয়া।

৪। যাওয়া, আসা, উঠা, হওয়া, কাঁদা, হাঁটা, নাচা, দৌড়ান, বসা, থাকা প্রভৃতি অর্থবোধক ক্রিয়া অকর্মক। যথা,—সূর্য **উঠিতেছে**। ছেলেটি রোজ পাঠশালায় **যায়**। আমরা

এখানে **থাকি**। ঘোড়াটি **দৌড়াইতেছে**। ছেলেটি এখন বড় **হইয়াছে**।

৫। কোন কোন সকর্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে। ইহাদিগকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে। যথা,—ঠাকুরমা **আমাদিগকে গল্প** বলেন। আমি **তোমাকে** একটি **প্রশ্ন** জিজ্ঞাসা করিব।—এখানে 'আমাদিগকে' ও 'গল্প' এই প্রশ্ন দুইটি 'জিজ্ঞাসা করিব' ক্রিয়ার কর্ম।

৬। বস্তুবাচক কর্মকে **মুখ্য কর্ম** এবং ব্যক্তিবাচক কর্মকে **গৌণ কর্ম** বলে। যথা,—

আমি **তোমাকে** (গৌণ কর্ম) সকল **কথা** (মুখ্য কর্ম) বলিব। তিনি **আমাদিগকে** (গৌণ কর্ম) **ইতিহাস** (মুখ্য কর্ম) পড়ান। আমি বন্ধুকে (গৌণ কর্ম) **চিঠি** (মুখ্য কর্ম) লিখিয়াছি।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া

১। কোন কোন ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয়, আবার কোন কোন ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় না। এই পার্থক্য অনুসারে ক্রিয়াপদকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : যথা,—**সমাপিকা** ও **অসমাপিকা ক্রিয়া**।

২। যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয়, আর কিছু বলিবার থাকে না, তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসে। যথা,—সূর্য পূর্বদিকে **উঠে**। অরুণ পুরী **গিয়াছিল**—এখানে 'উঠে' ও 'গিয়াছিল'

বলায় কাজটি শেষ হইয়াছে বুঝায়। সুতরাং **উঠে** ও **গিয়াছিল** সমাপিকা ক্রিয়া।

৩। প্রত্যেক বাক্যে একটি সমাপিকা ক্রিয় থাকিবেই। ইহা ছাড়া কোন বাক্য হয় না। যথা—বাগানে ফুল **ফুটিয়াছে।** ছেলেটি ঘুড়ি **উড়াইতেছে।** পাখী গান **গায়।**

৪। যে ক্রিয়াপদের দ্বারা বাক্য সমাপ্ত হয় না, আরও কিছু বলিবার থাকে, তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের মধ্যে বসে। যথা,—সে **আসিয়া** বলিল—এখানে 'আসিয়া' ক্রিয়াপদটির দ্বারা বাক্যটি সমাপ্ত হয় নাই ; এজন্যই 'বলিল' ক্রিয়াপদটির প্রয়োজন হইয়াছে।

৫। ক্রিয়াপদের মূল অংশের সহিত **ইয়া, ইতে** ও **ইলে** প্রত্যয় যোগ করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা,—

(ক) **'ইয়া' প্রত্যয় যোগে**—'পরে' অর্থ বুঝাইতে **ইয়া** প্রত্যয় হয়। যথা :—আমি ভাত **খাইয়া** স্কুলে যাইব। সে **হাসিয়া** বলিল। সকালে **উঠিয়া** মুখ ধুইবে। রাখাল গরুর পাল **লইয়া** মাঠে যাইতেছে। খঞ্জ লোকটিকে **দেখিয়া** হাসিও না।

(খ) **'ইতে' প্রত্যয় যোগে**—নিমিত্ত বা উদ্দেশ্য বুঝাইতে **ইতে** প্রত্যয় হয়। যথা,—ছেলেরা **খেলিতে** যাইতেছে। সে **খাইতে** গিয়াছে।

সামর্থ্য, বিধি, আবশ্যকতা, আদেশ ইত্যাদি বুঝাইতেও 'ইতে' প্রত্যয় হয়। যথা,—শিশুটি **হাঁটিতে** পারে। রমা **গাইতে** জানে। আমাকে এখনই **যাইতে** হইবে। তাহাকে রোজ

বাজার **করিতে** হয়। ভদ্রলোকটিকে **বসিতে** বল। তাহাকে **আসিতে** বল।

(গ) **'ইলে' প্রত্যয় যোগে**—এক ক্রিয়ার ব্যাপার অন্য ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিলে. যে ক্রিয়ার ব্যাপারের উপর নির্ভর করে উহার ধাতুর সহিত **ইলে** প্রত্যয় যুক্ত হয়। যথা—বৃষ্টি **হইলে** শস্য জন্মিবে। সে **আসিলে** আমি যাইব। সূর্য **উঠিলে** অন্ধকার দূর হয়। আমি টাকা **পাইলে** বই কিনিব। মন দিয়া **পড়িলে** তুমি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

ক্রিয়ার কাল

১। যে সময়ে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে **ক্রিয়ার কাল** বলে। কাল তিন প্রকার—**অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল**। যথা,—

মধু কাল **আসিয়াছিল**।
যদু রবিবারে **আসিবে**।
বিধু **আসিতেছে**।

মধু কখন আসিয়াছিল? পূর্বে। বিধু কখন আসিতেছে? এখন। যদু কখন আসিবে? পরে। সুতরাং দেখা যায়, 'আসিয়াছিল', 'আসিতেছে' ও 'আসিবে'—এই তিনটি ক্রিয়া তিনটি বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হইতেছে। ইহাই ক্রিয়ার ত্রিকাল অর্থাৎ তিন কাল।

২। যে ক্রিয়া পূর্বে হইয়া গিয়াছে, তাহার কালকে **অতীত কাল** বলে। যথা,—সে নৈহাটি **গিয়াছিল**। আমরা একটা গাছের নীচে **বসিয়াছিলাম**। তুমি আমাকে **ডাকিয়াছিলে**। ছেলেটি আমাকে **মারিয়াছিল**।

৩। যে ক্রিয়া এখন হয় বা হইতেছে, তাহার কালকে **বর্তমান** কাল বলে। যথা,—সে স্কুলে **পড়ে**। আমরা ভাত **খাই**। আমি রোজ ব্যায়াম **করি**। আমরা এই বাড়ীতে **থাকি**।

৪। যে ক্রিয়া এখনও হয় নাই, পরে হইবে, তাহার কালকে **ভবিষ্যৎ কাল** বলে। যথা,—আমি বাড়ী **যাইব**। সে কাল **আসিবে**। তুমি বড়লোক **হইবে**। আগামী সোমবার আমাদের স্কুল **খুলিবে**।

ক্রিয়ার রূপ

১। ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করিলে যে মূল অংশ পাওয়া যায়, তাহাকে **ধাতু** বলে। করে, করিতেছে, করিয়াছিল, করিবে এই ক্রিয়াপদগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে **কর্** এই মূল অংশটি পাওয়া যায়। ইহা উল্লিখিত চারিটি ক্রিয়াপদেই আছে। সুতরাং **কর্** একটি ধাতু। এইরূপ পড়্, দেখ্, শুন্, খা, যা, শু, দে, চল্, উঠ্—এইগুলি ধাতু।

২। শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করিয়া যেমন নামপদ (বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণ) গঠিত হয়, সেইরূপ ধাতুর সহিত বিভক্তি যোগ করিয়া ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। ধাতুর সহিত যে সমস্ত বিভক্তি যুক্ত হয়, তাহাদিগকে **ক্রিয়াবিভক্তি**

বলে। যথা,—কর্ ধাতুর সহিত **ই** বিভক্তি যোগ করিয়া 'করি' এবং 'ইয়াছিল' বিভক্তি যোগ করিয়া 'করিয়াছিল' ক্রিয়াপদ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং **ই** ও **ইয়াছিল** ক্রিয়া-বিভক্তি।

৩। বাংলায় পুরুষ ও কালের পার্থক্যে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ হয়, কিন্তু বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপের কোন পার্থক্য হয় না। অর্থাৎ একবচন ও বহুবচনে ক্রিয়ার একই আকার থাকে। যথা,—আমি **পড়ি,** সে **পড়ে** ; আমি **যাইব,** আমরা **যাইব**।

৪। সাধারণ অর্থ, তুচ্ছার্থ ও সম্ভ্রমার্থ বুঝাইতে প্রথম ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াবিভক্তির রূপের কিছু পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। যথা,—সে **যায়** (সাধারণ অর্থে), তিনি **যান** (সম্ভ্রমার্থে)। তুমি **যাও** (সাধারণ অর্থে), তুই **যা** (তুচ্ছার্থে), আপনি **যান** (সম্ভ্রমার্থে)।

ক্রিয়া-বিভক্তির আকার

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
	আমি	তুমি, তুই, আপনি	সে তিনি
বর্তমান		অ ইস্ এন	এ এন
অতীত	ইয়াছিলাম	ইয়াছিলে, ইয়াছিলি, ইয়াছিলেন	ইয়াছিল, ইয়াছিলেন
ভবিষ্যৎ	ইব	ইবে ইবি ইবেন	ইবে ইবেন

৫। নীচে কয়েকটি ক্রিয়ার ত্রিকালের রূপ দেওয়া হইল—

'কর' ধাতু—(করা)

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ			প্রথম পুরুষ	
	আমি	তুমি	তুই	আপনি	সে	তিনি
বর্তমান	করি	কর	করিস্	করেন	করে	করেন
অতীত	করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে	করিয়াছিলি	করিয়াছিলেন	করিয়াছিলে	করিয়াছিলেন
ভবিষ্যৎ	করিব	করিবে	করিবি	করিবেন	করিবে	করিবেন

'হ' ধাতু—(হওয়া)

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
বর্তমান	হই	হও, হস্, হন	হয়, হন্
অতীত	হইয়াছিলাম	হইয়াছিলে, হইয়াছিলি, হইয়াছিলেন	হইয়াছিল, হইয়াছিলেন
ভবিষ্যৎ	হইব	হইবে, হইবি, হইবেন	হইবে, হইবেন

'যা' ধাতু—(যাওয়া)

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
বর্তমান	যাই	যাও, যাস্, যান	যায়, যান
অতীত	গিয়াছিলাম	গিয়াছিলে, গিয়াছিলি, গিয়াছিলেন	গিয়াছিল গিয়াছিলেন

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
ভবিষ্যৎ	যাইব	যাইবে, যাইবি, যাইবেন	যাইবে, যাইবেন

'শু' ধাতু—(শয়ন করা)

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
বর্তমান	শুই	শোও, শুস্, শোন	শোয়, শোন
অতীত	শুইয়াছিলাম	শুইয়াছিলে, শুইয়াছিলি, শুইয়াছিলেন	শুইয়াছিল, শুইয়াছিলেন
ভবিষ্যৎ	শুইব	শুইবে, শুইবি, শুইবেন	শুইবে, শুইবেন

'দে' ধাতু—(দেওয়া)

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
বর্তমান	দেই, দিই	দাও, দিস্, দেন	দেয়, দেন
অতীত	দিয়াছিলাম	দিয়াছিলে, দিয়াছিলি, দিয়াছিলেন	দিয়াছিল, দিয়াছিলেন
ভবিষ্যৎ	দিব	দিবে, দিবি, দিবে	দিবে, দিবেন

'আছ' ধাতু—(থাকা)

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
বর্তমান	আছি	আছ, আছিস, আছেন	আছে, আছেন
অতীত	ছিলাম	ছিলে, ছিলি, ছিলেন	ছিল, ছিলেন
ভবিষ্যৎ	থাকিব,	থাকিবে, থাকিবি, থাকিবেন	থাকিবে, থাকিবেন

অনুশীলনী

১। ধাতু কাহাকে বলে ? ধাতু ও ক্রিয়াপদে পার্থক্য কি ?

২। ক্রিয়ার কাল কাহাকে বলে ? বিভিন্ন কালের নাম কর এবং প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। সকর্মক ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম কাহাকে বলে ? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। খা, আস্‌ ও যা ধাতুর তিন কালের রূপ কর।

৫। অসমাপিকা ক্রিয়া কি কি প্রত্যয় যোগে গঠিত হয় ? প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৬। নীচের বাক্যগুলি হইতে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া বাহির কর :—

(১) সে আজ ভাত খাইবে না। (২) ছেলেরা খেলিতে ভালবাসে। (৩) ঝড়ে গাছটি পড়িয়া গেল। (৪) ছেলেটি দাঁড়াইয়া আছে। (৫) মাছটা পচিয়া গিয়াছে। (৬) সে চাকুরী ছাড়িয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। (৭) অপ্রিয় সত্য বলিতে নাই। (৮) সকলে হাসিলে আমিও হাসিলাম। (৯) লোকটি না খাইয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। (১০) বৃষ্টি কমিলে আমরা বেড়াইতে বাহির হইব।

৭। নীচের বাক্যগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(১) তিনি রাত্রিতে ভাত খায় না। (২) ছেলেটি এখানেই আছিল। (৩) তুই কোথায় থাক ? (৪) সে শুইতে আছে। (৫) তুই মিথ্যা কথা বলিয়াছিলে। (৬) সূর্য অস্ত গিয়া অন্ধকার হয়। (৭) তুই কি কাজ কর ? (৮) আপনার কি এখানে থাকা হন ?

তৃতীয় অধ্যায়

বর্ণ প্রকরণ

বর্ণপরিচয়

১। একটি শব্দকে ভাগ করিলে কতকগুলি ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায়। শব্দের এই ক্ষুদ্রতম অংশগুলিই **বর্ণ** বলে। যেমন—'নদী' শব্দটি ভাগ করিলে **ন্, অ, দ্ ও ঈ** এই চারিটি ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায়। সুতরাং **ন্, অ, দ্ ও ঈ** এই চারিটি বর্ণ। বর্ণকে আর ভাগ করা যায় না।

২। একটি ভাষায় যে সমস্ত বর্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে **বর্ণমালা** বলে। বাংলা বর্ণমালায় ৪৬টি বর্ণ আছে।

৩। বর্ণ দুই প্রকার—**স্বর ও ব্যঞ্জন**।

৪। যে সমস্ত বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তাহাদিগকে **স্বরবর্ণ** বলে। যথা,—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ

৫। স্বরবর্ণ আবার দুই প্রকার—**হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর**।

৬। অ, ই, উ, ঋ—এই চারিটি স্বরবর্ণের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে ; তাই ইহাদিগকে **হ্রস্বস্বর** বলে।

৭। আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই সাতটি স্বরবর্ণের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে ; তাই ইহাদিগকে **দীর্ঘস্বর** বলে।

৮। যে সমস্ত বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ং স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাদিগকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে।

যেমন—ক্ একটি ব্যঞ্জন বর্ণ; উহার পরে অ যোগ না করিয়া আমরা উহাকে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে পারি না। সুতরাং ক=ক্+অ। এইরূপ ক্+ই=কি, ক্+ঈ=কী, ক্+উ=কু ইত্যাদি।

৯। বাংলা ভাষায় মোট ৩৫টি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে। যথা—ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্; চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্; ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্; ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্; প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্; য্ র্ ল্ ব্; শ্ ষ্ স্ হ্ ং ঃ।

১০। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত; যথা—

(ক) **স্পর্শ বর্ণ**—ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত এই পঁচিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বা মুখ গহ্বরের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে। এজন্য ইহাদিগকে **স্পর্শ বর্ণ** বলে। স্পর্শবর্ণগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত; ইহাদিগকে **বর্গ** বলে। যথা :—

ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্—**ক-বর্গ**
চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্—**চ-বর্গ**
ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ণ্—**ট-বর্গ**
ত্ থ্ দ্ ধ্ ন্—**ত-বর্গ**
প্ ফ্ ব্ ভ্ ম্—**প-বর্গ**

পাঁচটি বর্গে বিভক্ত বলিয়া স্পর্শ বর্ণগুলিকে **বর্গীয় বর্ণও** বলা হয়।

(খ) **উষ্ম বর্ণ**—শ্ ষ্ স্ হ্—এই চারিটি বর্ণের উদাহরণে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য হয় বলিয়া ইহাদিগকে **উষ্ম বর্ণ** বলে।

(গ) **অন্তঃস্থ বর্ণ**—য্ র্ ল্ ব্—এই চারিটি বর্ণ স্পর্শ বর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহাদিগকে **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে।

সন্ধি

১। আমরা 'দেব আলয়' না বলিয়া 'দেবালয়' বলি। ইহাতে দেখা যায় যে আমরা পূর্ব পদের শেষ বর্ণ ও পর পদের প্রথম বর্ণকে মিলাইয়া এক সঙ্গে বলি। ইহাতে উচ্চারণের সুবিধা হয় এবং শুনিতেও ভাল লাগে। পরস্পর নিকটবর্তী দুই বর্ণের এইরূপ মিলনকে **সন্ধি** বলে।

২। সন্ধি দুই প্রকার—**স্বরসন্ধি** ও **ব্যঞ্জনসন্ধি**

স্বরসন্ধি

স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের মিলনকে **স্বরসন্ধি** বলে। যেমন—হিম + আলয় = হিমালয়, এখানে 'হিম' শব্দের শেষবর্ণ অ-কার 'আলয়' শব্দের প্রথম বর্ণ আকারের সহিত মিলিয়াছে। সুতরাং ইহা একটি স্বরসন্ধি। স্বরসন্ধির নিয়মগুলি এই :—

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পরে অ-কার কিংবা আ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আ-কার হয়; আ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

অ + অ = আ :—হিত + অহিত = হিতাহিত; শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক।

অ + অ = আ :—জন + আলয় = জনালয় ; সিংহ + আসন = সিংহাসন ।

আ + অ = আ :—যথা + অর্থ = যথার্থ ; তথা + অপি = তথাপি ।

আ + আ = আ :—মহা + আলয় = মহালয় ; বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় ।

২। হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কারের পর হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঈ-কার হয় ; ঈ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

ই + ই = ঈ :—অতি + ইব = অতীব ; রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র।

ই + ঈ = ঈ :—পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা ; অধি + ঈশ্বর = অধীশ্বর ।

ঈ + ই = ঈ :—মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র ; সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র ।

ঈ + ঈ = :—সতী + ঈশ = সতীশ ; পৃথ্বী + ঈশ = পৃথ্বীশ।

৩। হ্রস্ব উ-কারের পর হ্রস্ব উ-কার কিংবা দীর্ঘ উ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ উ-কার হয় ; উ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

উ + উ = ঊ :—কটু + উক্তি = কটূক্তি ; মরু + উদ্যান = মরূদ্যান ।

এইরূপ—গুরূপদেশ, বিধূদয় ইত্যাদি।

৪। অ-কার কিংবা আ-কারের পর হ্রস্ব -কার কিংবা

দীর্ঘ ঈ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া এ-কার হয় ; এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

অ + ই = এ :—স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা ; পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু।

অ + ঈ = এ :—গণ + ঈশ = গণেশ ; পরম + ঈশ্বর = পরমেশ্বর।

আ + ই = এ :—যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা ; রসনা + ইন্দ্রিয় = রসনেন্দ্রিয়।

আ + ঈ = এ :—উমা + ঈশ = উমেশ ; মহা + ঈশ = মহেশ।

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর হ্রস্ব উকার কিংবা দীর্ঘ ঊ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ও-কার হয় ; ও-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

অ + উ = ও :—সূর্য + উদয় = সূর্যোদয় ; পর + উপকার = পরোপকার।

আ + উ = ও :—যথা + উচিত = যথোচিত ; মহা + উৎসব = মহোৎসব।

৬। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঋ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয় ; অরের অ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ রেফ হইয়া পর বর্ণের মস্তকে যায়। যথা—

অ + ঋ = অর্ :—সপ্ত + ঋষি = সপ্তর্ষি ; উত্তম + ঋণ = উত্তমর্ণ।

আ + ঋ = অর্ :—মহা + ঋষি = মহর্ষি।

এইরূপ—রাজর্ষি, অধমর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু 'ঋত' শব্দের

ঋ স্থানে আর্ হয়। যথা—ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত ; শীত + ঋত = শীতার্ত।

৭। অ-কার কিংবা আ কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐ-কার হয় ; ঐ-কার পূর্ব বর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

অ + এ = ঐ :—জন + এক = জনৈক ; হিত + এষী = হিতৈষী।

অ + ঐ = ঐ :—মত + ঐক্য = মতৈক্য।

আ + এ = ঐ :—তথা + এব = তথৈব।

আ + ঐ :—মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।

৮। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔ-কার হয় ; ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—

অ + ও = ঔ :—বন + ওষধি = বনৌষধি।

অ + ঔ = ঔ :—পরম + ঔষধ = পরমৌষধ।

আ + ও = ঔ :—মহা + ওষধি = মহৌষধি।

৯। ই, ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই বা ঈ স্থানে য্ হয় ; য্, য-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণ ঐ য-ফলাযুক্ত বর্ণের সহিত মিলিত হয়। যথা—

ই + অ = য :—অতি + অন্ত = অত্যন্ত ; গতি + অন্তর = গত্যন্তর।

ই + আ = যা :—অতি + আচার = অত্যাচার ; প্রতি + আশা = প্রত্যাশা।

ই + এ = যে :—প্রতি + এক = প্রত্যেক।

ই + উ = যু :—প্রতি + উপকার = প্রত্যুপকার।

ঈ + আ = যা :—মসী + আধার = মস্যাধার।

এইরূপ—যদ্যপি, আদ্যন্ত, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি।

১০। উ-ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ বা ঊ স্থানে ব্ হয়। ব ব্-ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণ ঐ ব্-ফলাযুক্ত বর্ণের সহিত মিলিত হয়। যথা—

উ + অ = ব :—সু + অল্প = স্বল্প ; অনু + অবয় = অন্বয়।

উ + আ = বা :—সু + আগত = স্বাগত।

উ + এ = বে = অনু + এষণ = অন্বেষণ।

ব্যঞ্জন সন্ধি

ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত স্বর বর্ণের বা ব্যঞ্জন বর্ণের যে মিলন, তাহাকে **ব্যঞ্জন সন্ধি** বলে। সুতরাং ব্যঞ্জন সন্ধি তিন প্রকারের হয় ; যথা :—

(ক) ব্যঞ্জনবর্ণে ও স্বরবর্ণে ; যথা,— জগৎ + ঈশ = জগদীশ।

(খ) স্বরবর্ণে ও ব্যঞ্জনবর্ণে ; যথা,—পরি + ছদ = পরিচ্ছদ।

(গ) ব্যঞ্জনবর্ণে ও ব্যঞ্জনবর্ণে ; যথা—সৎ + জন = সজ্জন।

ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মগুলি এই :—

১। চ্ বা ছ্ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ হয়। যথা— ত্ + চ্ = চ্ + চ্ = চ্চ :—সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র ; উৎ + চারণ উচ্চারণ।

ত্‌ + ছ্‌ = চ্‌ + ছ্‌ = চ্ছ :—উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
দ্‌ + চ্‌ = চ্‌ + চ্‌ = চ্চ :—শরদ্‌ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র।
এইরূপ—জগচ্চন্দ্র, চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

২। জ্‌ বা ঝ্‌ পরে থাকিলে ত্‌ ও দ্‌ স্থানে জ্‌ হয়। যথা—ত্‌ + জ্‌ = জ্‌ + জ্‌ = জ্জ—উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল ; যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন। (কজ্জল)
ত্‌ + ঝ্‌ = জ্‌ + ঝ্‌ = জ্ঝ্‌ :—কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা।
দ্‌ + জ্‌ = জ্‌ + জ্‌ = জ্জ্‌ :—তদ্‌ + জন্য = তজ্জন্য।

৩। ড্‌ বা ঢ্‌ পরে থাকিলে ত্‌ ও দ্‌ স্থানে ড্‌ হয়। যথা :—ত্‌ + ড্‌ = ড্‌ + ড্‌ = ড্ড্‌ :—উৎ + ডীন = উড্ডীন।

৪। ল্‌ পরে থাকিলে ত্‌ ও দ্‌ স্থানে ল্‌ হয়। যথা—ত্‌ + ল্‌ = ল্‌ + ল্‌ = ল্ল্‌ :—উৎ + লেখ = উল্লেখ ;
উৎ + লাস = উল্লাস। (তড়িল্লেখা)

৫। শ্‌ পরে থাকিলে ত্‌ স্থানে চ্‌ এবং শ্‌ স্থানে ছ্‌ হয়। যথা—ত্‌ + শ্‌ = চ্‌ + ছ্‌ = চ্ছ :—চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি ;
উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস।

৬। হ্‌ পরে থাকিলে ত্‌ স্থানে দ্‌ এবং হ্‌ স্থানে ধ্‌ হয়। যথা—ত্‌ + হ্‌ = দ্‌ + ধ্‌ = দ্ধ্‌ :—উৎ + হত = উদ্ধত ;
উৎ + হৃত = উদ্ধৃত।

৭। মূর্ধন্য ষ-কারের পরে ত্‌ বা থ্‌ থাকিলে ত্‌ স্থানে ট্‌ ও থ্‌ স্থানে ঠ্‌ হয়। যথা—ষ্‌ + ত্‌ = ষ্‌ + ট্‌ = ষ্ট :—বৃষ্‌ + তি = বৃষ্টি ; তুষ্‌ + ত = তুষ্ট।

ষ্ + থ্ = ষ্ + ঠ্ = ষ্ঠ্ :—ষষ্ + থ = ষষ্ঠ।

এইরূপ—আকৃষ্ট, দৃষ্টি, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি।

৮। স্বরবর্ণের পরে ছ্ থাকিলে ছ্ স্থানে চ্ছ্ হয়। যথা—

অ + ছ্ = অ + চ্ছ্ :—বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।

ই + ছ্ = ই + চ্ছ্ :—পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ।

এইরূপ—মুখচ্ছবি, পরিচ্ছদ, আচ্ছাদন ইত্যাদি।

৯। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ অথবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয় অর্থাৎ ক্ স্থানে গ্, চ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্, ত্ স্থানে দ্, এবং প্ স্থানে ব্ হয়। যথা :—

ক্ = গ্ :—দিক্ + অন্ত = দিগন্ত ; বাক্ + দান = বাগ্দান।

চ্ = জ্ :—ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত।

ট্ = ড বা ড় :—ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র ; ষট্ + আনন = ষড়ানন।

ত্ = দ্ :—সৎ + উপায় = সদুপায় ; জগৎ + বিখ্যাত = জগদ্বিখ্যাত।

প্ = ব্ :—অপ্ + জ = অব্জ (পদ্মফুল)।

১০। ন্ বা ম্ পরে থাকিলে পদের অন্তেস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ ক্ স্থানে ঙ্, চ্ স্থানে ঞ্, ট্ স্থানে ণ্, ত্ স্থানে ন্ এবং প্ স্থানে ম্ হয়। যথা :—ক্ = ঙ্ :—দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্নির্ণয়।

ত্ = ন্ :—উৎ + নতি = উন্নতি ; জগৎ + নাথ = জগন্নাথ।

এইরূপ—মৃণ্ময়, দিঙ্মণ্ডল ইত্যাদি।

১১। স্পর্শবর্ণ (ক্ হইতে ম্ পর্যন্ত কোন বর্ণ) পরে থাকিলে ম্ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ অথবা অনুস্বার হয়। যথা—

সম্+গীত=সঙ্গীত বা সংগীত; সম্+কল্প=সঙ্কল্প বা সংকল্প; অহম্+কার=অহঙ্কার বা অহংকার; সম্+কীর্ণ=সঙ্কীর্ণ বা সংকীর্ণ। কিন্তু সম্+পূর্ণ=সম্পূর্ণ; সম্+চয়=সঞ্চয়। এইরূপ—সন্তান, কিঞ্চিৎ, সন্ধান ইত্যাদি। ইহাদের অনুস্বার হয় না।

১২। য্, র্, ল্, ব্ কিংবা শ্, ষ্, স্ বা হ্ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। যথা:—

সম্+সার=সংসার; সম্+বাদ=সংবাদ; কিম্+বা=কিংবা। এইরূপ—সংযম, সংহার, সংযোগ, সংবরণ ইত্যাদি।

১৩। বর্গের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা দন্ত্য স্ পরে থাকিলে দ্ বা ধ্ স্থানে ত্ হয়। যথা:—

তদ্+কাল=তৎকাল; বিপদ্+পাত=বিপৎপাত;
তদ্+সম=তৎসম; হৃদ্+পিণ্ড=হৃৎপিণ্ড;
ক্ষুধ্+পিপাসা=ক্ষুৎপিপাসা।

এইরূপ—তৎপর, আপৎকাল ইত্যাদি।

১৪। চ-কার কিংবা জ-কারের পরে ন্ থাকিলে ন্ স্থানে ঞ্ হয়। যথা:—যাচ্+না=যাচ্ঞা; যজ্+ন=যজ্ঞ; রাজ্+নী=রাজ্ঞী।

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাহাকে বলে? সন্ধির আবশ্যকতা কি?

২। সন্ধি কর :—

কারা+আগার, রাজ্য+ঈশ্বর, তৎ+মাত্র, উৎ+হত, উৎ+লাস, গতি+অন্তর, মহা+ঋষি, বাক্+ধারা, এক+ছত্র, উৎ+যস, গো+এষণা, উপরি+উপরি, অধম+ঋণ, তৃষ্ণা+ঋত, উৎ+শৃঙ্খল।

৩। সূত্র উল্লেখ করিয়া সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

পদার্থ, অন্বয়, অনৈক, হিতৈষী, উজ্জ্বল, প্রত্যুপকার, কিঞ্চিৎ, তন্মধ্যে, সংঘাত, উদ্যোগ, প্রবিষ্ট, উদ্ধার, পর্য্যন্ত, গৃহচ্ছিদ্র, মন্বন্তর, ক্ষুধার্ত, অতীত, অপেক্ষা, কথোপকথন।

৪। নীচের শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

ভূম্যাধিকারী, পর্য্যটন, কিম্বা, জগবন্ধু পৃথকান্ন, তরুছায়া, দিকন্ত, অত্যন্ত, জাত্যাভিমান, শরৎচন্দ্র, অত্যাধিক, উজ্জল, হৃদ্‌পিণ্ড ও তদ্বারা।